"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"

পরিক্রমা

সংখ্যা # ৮১: জুন ২০২০

অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

পরিক্রমা

সংখ্যা # ৮১ : জুন ২০২০

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন

ই-৬/সি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

Website: http://www.secbd.org, http://www.sec.gov.bd, http://www.এসইসিবিডি.বাংলা

E-mail: info@sec.gov.bd

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	০৪
০২	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধানগণ	০৫
০৩	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পরিচালকগণ	০৬
০৪	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা ও কার্যাবলি	০৭
০৫	পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিশেষ কার্যক্রম	০৮
০৬	ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরি রিফর্মস অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স (সিএমআরআরসি)	১৩
০৭	কর্পোরেট ফাইন্যান্স	১৪
০৮	ক্যাপিটাল ইস্যু	১৫
০৯	সার্ভেইল্যান্স	১৬
১০	নিবন্ধন	১৭
১১	মিউচ্যুয়াল ফান্ড অ্যান্ড এসপিভি	১৮
১২	সুপারভিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব মার্কেটস অ্যান্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ (এসআরএমআইসি)	১৯
১৩	সুপারভিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসআরআই)	২০
১৪	এনফোর্সমেন্ট	২৩
১৫	আইন	২৪
১৬	সেন্ট্রাল ডিপজিটরি সার্ভিসেস	২৪
১৭	এমআইএস	২৫
১৮	গবেষণা ও উন্নয়ন	২৭
১৯	ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি	২৮
২০	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	২৮
২১	স্টক এক্সচেঞ্জ অপারেশনাল স্ট্যাটিসটিকস	২৯
২২	প্রেস রিলিজ	২৯
২৩	বিগত নয় বছরে কমিশন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও সংস্কার কার্যক্রম (মে, ২০১১ - মে, ২০২০)	৩০

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে ৮ জুন ১৯৯৩ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল লক্ষ্য হলো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াবলি বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধান প্রণয়ন। কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও চারজন কমিশনার নিয়ে গঠিত এবং চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন এবং সে মোতাবেক বাজার তদারকি করা কমিশনের সার্বিক দায়িত্ব। কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

বর্তমানে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম। কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান, ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর ড. মোঃ মিজানুর রহমান ও জনাব মোঃ আবদুল হালিম।

পুঁজিবাজারের সংস্কার কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করায় ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে আন্তর্জাতিক সংস্থা International Organization of Securities Commissions (IOSCO) কমিশনকে 'A' ক্যাটাগরিতে উন্নীত করে।

১. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম
চেয়ারম্যান

জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান
কমিশনার

ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ
কমিশনার

প্রফেসর ড. মোঃ মিজানুর রহমান
কমিশনার

জনাব মোঃ আবদুল হালিম
কমিশনার

২. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্বাহী পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধানগণ

ক্র. নং	নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধানগণ
১	জনাব ফরহাদ আহমেদ	এসআরআই এবং সিডিএস
২	মিসেস রুকসানা চৌধুরী	ক্যাপিটাল ইস্যু, এনফোর্সমেন্ট, অফিস অব দি চীফ একাউন্ট্যান্ট, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং এএমএল/সিএফটি উইং
৩	ড. এটিএম তারিকুজ্জামান	বর্তমানে লিয়েনে নিউজিল্যান্ড এ অবস্থান করছেন
৪	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	এসআরএমআইসি এবং প্রশাসন ও অর্থ
৫	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান	সার্ভেইল্যান্স, প্রকল্প পরিচালক এবং কমিশনের মুখপাত্র
৬	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম	এমআইএস এবং গবেষণা ও উন্নয়ন
৭	জনাব এম হাছান মাহমুদ	মিউচ্যুয়াল ফান্ড অ্যান্ড এসপিভি এবং কর্পোরেট ফাইন্যান্স
৮	জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	নিবন্ধন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি এবং মহাপরিচালক, বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেট (বিএএসএম)
৯	জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান চৌধুরী	সিএমআরআরসি এবং আইন

৩. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পরিচালকগণ ও কমিশন সচিব

ক্র. নং	নাম	বিভাগের নাম
১	জনাব কামরুল আনাম খান	এসআরএমআইসি
২	জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম	ক্যাপিটাল ইস্যু এবং ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি
৩	জনাব মোহাম্মদ শফিউল আজম	এসআরআই
৪	জনাব রিপন কুমার দেবনাথ	সিএমআরআরসি
৫	জনাব মীর মোশাররফ হোসেন চৌধুরী	এনফোর্সমেন্ট
৬	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	নিবন্ধন
৭	জনাব মোঃ মাহমুদুল হক	মিউচ্যুয়াল ফান্ড অ্যান্ড এসপিভি
৮	জনাব প্রদীপ কুমার বসাক	ক্যাপিটাল ইস্যু এবং কর্পোরেট ফাইন্যান্স
৯	জনাব রাজিব আহমেদ	এমআইএস
১০	জনাব মোঃ আবুল কালাম	অর্থ
১১	জনাব মোঃ মনসুর রহমান	ক্যাপিটাল ইস্যু
১২	জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসান	প্রশাসন
১৩	জনাব শেখ মাহবুব উর রহমান	সার্ভেইল্যান্স
১৪*	মিসেস ফারহানা ফারুকী	কমিশন সচিবালয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
১৫	জনাব আবু রায়হান মোহাম্মদ মুতাসীম বিল্লাহ	গবেষণা ও উন্নয়ন

*পরিচালক ও কমিশন সচিব

৪. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা ও কার্যাবলি

একটি দক্ষ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পুঁজিবাজার কোন দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এরূপ নিরপেক্ষ জবাবদিহিতামূলক একটি পুঁজিবাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসাবে বিএসইসি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল উদ্দেশ্যসমূহ:

- সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
- সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন; এবং
- এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াবলি বা তদধীনে আনুষঙ্গিক বিধি প্রণয়ন।

কমিশন একজন চেয়ারম্যান ও চারজন কমিশনার এর সমন্বয়ে গঠিত হয়, যাঁরা সরকার কর্তৃক চার বছর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হয়ে থাকেন এবং তাঁদের চাকুরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। সরকার তাঁদেরকে ৬৫ বছর বয়স অনতিক্রম সাপেক্ষে পুনঃনিয়োগ দিতে পারেন। কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন কমিশনের চেয়ারম্যান।

সিকিউরিটিজ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন তার সকল কাজ পরিচালনা করে থাকে। কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- সিকিউরিটিজ ইস্যুর অনুমোদন;
- সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন;
- সিকিউরিটিজ লেন-দেন সার্ভেইল্যান্স করা;
- তালিকাভুক্ত কোম্পানির কর্পোরেট গভর্নেন্স পরিপালন নিশ্চিত করা;
- দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখা;
- সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ;
- পুঁজিবাজার ও বাজার মধ্যস্থতাকারীদের নিয়ন্ত্রণ;
- গবেষণা পরিচালনা ও তথ্য প্রকাশ।

৫. পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিশেষ কার্যক্রম

৫.১ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে চেয়ারম্যান হিসেবে অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলামের যোগদান

কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নম্বর-৫৩.০০.০০০০.৪২১.১১.০০১.১৯-৫৬, তারিখ ১৭ মে ২০২০ খ্রিঃ মোতাবেক ১৭ মে ২০২০ইং তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে চেয়ারম্যান হিসেবে অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম যোগদান করেন। গত ২০ মে ২০২০ তারিখ বেলা ১২:৩০ টায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন কমিশনার জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ শেষে তিনি বঙ্গবন্ধু ভবনে রক্ষিত মন্তব্য খাতায় স্বাক্ষর করেন।

৫.২ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে কমিশনার হিসেবে ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ ও ড. মোঃ মিজানুর রহমানের যোগদান

কমিশনের নবনিযুক্ত কমিশনার ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ ও ড. মোঃ মিজানুর রহমান কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম এর উপস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নম্বর-৫৩.০০.০০০০.৪২১.১১.০০১.১৯-৬০ ও ৫৩.০০.০০০০.৪২১.১১.০০১.১৯-৬১ মোতাবেক ২০ মে ২০২০ তারিখে একই দিনে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে কমিশনার হিসেবে ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ ও ড. মোঃ মিজানুর রহমান যোগদান করেন। ২২ মে ২০২০ তারিখ সকাল ১১:০০ টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম এর উপস্থিতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কমিশনের নবনিযুক্ত দুই কমিশনার ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ ও ড. মোঃ মিজানুর রহমান। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ শেষে কমিশনারগণ বঙ্গবন্ধু ভবনে রক্ষিত মন্তব্য খাতায় স্বাক্ষর করেন।

৫.৩ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে কমিশনার হিসেবে জনাব মোঃ আব্দুল হালিমের যোগদান

কমিশনের নবনিযুক্ত কমিশনার জনাব মোঃ আব্দুল হালিম বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নম্বর-৫৩.০০.০০০০.৪২১.১১.০০১.১৯-৬৪ তারিখ ০২ জুন ২০২০ মোতাবেক বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে কমিশনার হিসেবে জনাব মোঃ আব্দুল হালিম যোগদান করেন। তিনি ০৩ জুন ২০২০ তারিখে সকাল ১১:০০ টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ শেষে তিনি বঙ্গবন্ধু ভবনে রক্ষিত মন্তব্য খাতায় স্বাক্ষর করেন।

৫.৪ বাংলাদেশ ব্যাংক এর গভর্নর এর সহিত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের সৌজন্য সাক্ষাত

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ০১/০৬/২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক (বিবি) এর গভর্নরের সাথে ব্যাংকের বোর্ড রুমে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

বিএসইসি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলামকে ফুলের তোড়া দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান বাংলাদেশ ব্যাংক এর গভর্নর জনাব ফজলে কবির

বাংলাদেশ বাংক এর মাননীয় গভর্নর মহোদয়, বিএসইসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়কে ফুলের তোড়া দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং সৌজন্য সাক্ষাতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বিএসইসি'র চেয়ারম্যান তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নবগঠিত কমিশনের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের এটি প্রথম সৌজন্য সাক্ষাৎ হলেও বর্তমানে দেশের কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দেশের আর্থিক খাতের সার্বিক অবস্থা নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান তিনটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

প্রথমতঃ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১০/০২/২০২০ তারিখের ডিওএস সার্কুলার নং-১ এ প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ২০০ কোটি টাকার তহবিল গঠনপূর্বক পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের বিষয়ে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক এর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

দ্বিতীয়তঃ সম্প্রতি গত ১১ মে ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক এর ডিওএস সার্কুলার নং-৩ এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলির ২০১৯ সনের জন্য শেয়ারের বিপরীতে লভ্যাংশ ঘোষণা ও এই সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯ সনের সমাপ্ত বছরের জন্য ঘোষিত নগদ লভ্যাংশ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ -এর পূর্বে বিতরণ করা যাবে না মর্মে উক্ত সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘোষিত লভ্যাংশ যাতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা অবিলম্বে পায় সে বিষয়ে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিষয়টি বিবেচনা করছে মর্মে গভর্নর মহোদয় সভায় আশ্বাস দেন।

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ০৩/০৫/২০২০ইং তারিখে প্রকাশিত সার্কুলার বিআরবিডি নং-**১১** 'খ' -এর মাধ্যমে ব্যাংক ঋণের এপ্রিল ও মে মাসের সুদ স্থগিত করেছে। যা মার্চেন্ট ব্যাংক ও বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, বিএসইসি অনুরোধ জানালে গভর্নর মহোদয় সম্মত হন এবং এই সার্কুলারের আওতায় ভবিষ্যতে প্রদত্ত সুবিধার ক্ষেত্রেও মার্চেন্ট ব্যাংক ও বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলি অন্তর্ভুক্ত হবে বলে জানান তিনি।

এছাড়াও কমিশন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে সমন্বয় আরো জোরদার করার লক্ষ্যে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করার মত প্রকাশ করেন।

সভার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং বিএসইসি'র চেয়ারম্যান আশা পোষণ করেন যে, ভবিষ্যতে এই দুইটি প্রতিষ্ঠান আরও সম্পৃক্ত হয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে ।

৫.৫ সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান এবং ক্রেডিট রেটিং কোম্পানির জন্য 'Online Report Submission Platform' -এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) তার অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি এবং সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ানকে যুক্ত করেছে। এর ফলে এরা তাদের মাসিক এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অনলাইনে দাখিল করতে পারবে। উল্লিখিত রিপোর্টসমূহ দাখিল করলে যারা দাখিল করেছেন তারা একটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রাপ্তি স্বীকারপত্র পাবেন। তাছাড়া ব্যবহারকারীরা তাদের ড্যাশবোর্ডে ইতিমধ্যে যে সকল রিপোর্ট জমা দিয়েছে তাও পাবেন। প্রতি মাসের দশ তারিখের

বিএসইসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান এবং ক্রেডিট রেটিং কোম্পানির জন্য '**Online Report Submission Platform**' উদ্বোধন করেন

মধ্যে দাখিলকৃত বর্তমান রিপোর্ট সংশোধনও করা যাবে। এর ব্যবহারকারীরা রিপোর্ট প্রদানের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাত-দিন যে কোন সময়ে রিপোর্ট জমা দিতে পারবেন। অন্যদিকে বিএসইসি এই জমাকৃত রিপোর্ট এককভাবে এবং সামষ্টিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৩০ জুন ২০২০ ইং তারিখে সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনের মাল্টিপারপাস হলে সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান এবং ক্রেডিট রেটিং কোম্পানির জন্য 'Online Submission of Monthly reports' -এর অনলাইন প্ল্যাটফর্ম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম আইটি প্ল্যাটফর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে জানান যে, বিএসইসি'র সর্বক্ষেত্রে আইটি ব্যবহারের অবকাঠামোর জন্য অনতিবিলম্বে একজন আন্তর্জাতিক মানের পরামর্শক নিয়োগ করা হবে।

৬. ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটরি রিফর্মস অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স (সিএমআরআরসি)

এসময়ে নিম্নোক্ত সংশোধনী / আদেশ / নির্দেশনা জারি করা হয়েছেঃ

ক্র. নং	বিষয়	শ্রেণী বিভাগ	সূত্র নং
০১	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট) রুলস, ২০১৫ এর সংশোধন	নোটিফিকেশন	বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি /২০১৫-৩৪৩/০৫/প্রশাসন/১০৫ তারিখ ১৪ মে ২০২০
০২	পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট কোম্পানি-সমূহের বাধ্যবাধকতার সময় সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির সময় বাদ দিয়ে গণনা করা প্রসঙ্গে	নির্দেশনা	বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি /২০০৯-১৯৩/০৬ তারিখ ০২ জুন ২০২০

৭. কর্পোরেট ফাইন্যান্স

ক্র. নং	বিবরণ	গৃহীত ব্যবস্থা	কোম্পানির সংখ্যা
১	IPO / RPO / Rights Issue / Convertible Preference Shares -এর তহবিল ব্যবহার প্রসঙ্গে প্রতিবেদন	IPO/RPO/Rights Issue / Convertible Preference Shares -এর মাধ্যমে উত্তোলিত তহবিল ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন /নিরীক্ষা প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে	৩
		সিকিউরিটিজ আইনের বিধানসমূহ পরিপালন না করায় ইস্যুয়ারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে	১
		IPO/Rights Issue -এর মাধ্যমে উত্তোলিত তহবিলের পরিবর্তিত ব্যবহারের প্রস্তাব কমিশনের সদয় সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে	১
২	ডিসেম্বর ৩১, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী সমূহ দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ	সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে	৪
৩	মার্চ ৩১, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত ১ম প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত/অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ	সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে	২
৪	জুন ৩০, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত ২য় প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত/অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ	সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে	১
৫	মার্চ ৩১ এবং সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত ৩য় প্রান্তিকের ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত/অনিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণীসমূহ দাখিলের সময় বর্ধিতকরণ	সময় বৃদ্ধি করা হয়নি	৮
৬	নিরপেক্ষ পরিচালক নিয়োগ	সম্মতি দেয়া হয়েছে	৩

৮. ক্যাপিটাল ইস্যু

- **মূলধন উত্তোলনের অনুমোদনপ্রাপ্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিসমূহের তালিকা:**

ক্র. নং	কোম্পানির নাম	বিবরণ	অনুমোদনের তারিখ	পরিমাণ (টাকা)
১	মেঘনা সিমেন্ট মিলস লিমিটেড	সম্পূর্ণ রিডেমেবল নন-কনভার্টিবল, কিউমুলেটিভ প্রিফারেন্স শেয়ার টাকা ১,০০০,০০০,০০০/-	১৪.০৬.২০২০	১,০০০,০০০,০০০
	মোট টাকা			**১,০০০,০০০,০০০**

- **বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন উত্তোলনের অনুমোদনপ্রাপ্ত কোম্পানিসমূহের তালিকা:**

ক্র. নং	কোম্পানির নাম	বিবরণ	অনুমোদনের তারিখ	পরিমাণ (টাকা)
১	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	নন-কনভার্টিবল, ফ্লোটিং রেট পারপিউচ্যুয়াল বন্ড টাকা ৪,০০০,০০০,০০০/-	২৩.০৬.২০২০	৪,০০০,০০০,০০০
২	দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড	নন-কনভার্টিবল, ফ্লোটিং রেট পারপিউচ্যুয়াল বন্ড টাকা ৪,০০০,০০০,০০০/-	২৩.০৬.২০২০	৪,০০০,০০০,০০০
	মোট টাকা			**৮,০০০,০০০,০০০**

৯. সার্ভেইল্যান্স

● দৈনন্দিন বাজার সার্ভেইল্যান্স :

দৈনন্দিন পুঁজিবাজার সার্ভেইল্যান্স এর অংশ হিসাবে সার্ভেইল্যান্স বিভাগের কর্মকর্তাগণ স্টক এক্সচেঞ্জের দৈনন্দিন লেনদেন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে কোনরূপ অনিয়ম, সন্দেহজনক লেনদেন এবং বাজার আচরণ বিধির পরিপন্থী কোন কিছু ঘটে থাকলে তা কমিশনের সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম **'Instant Watch Market'** ব্যবহারপূর্বক পর্যবেক্ষণ ও তদারকির মাধ্যমে নির্ণয় করে থাকেন। দৈনিক লেনদেন শেষে একটি দৈনিক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়, যেখানে প্রতিদিনের লেনদেনের একটি সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি চেয়ারম্যান, কমিশনারগণ এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালককে সরবরাহ করা হয়।

● তদন্ত ও অনুসন্ধান :

সিকিউরিটিজ লেনদেনে স্বচ্ছতা ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সন্দেহজনক ও কারসাজিমূলক লেনদেনের তদন্ত ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত সকল আইন কানুন এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এপ্রিল-জুন ২০২০ সময়কালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (ডিএসই) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই) সিকিউরিটিজ লেনদেন সম্পর্কিত সর্বমোট ৬টি অনুসন্ধান প্রতিবেদন কমিশনের নিকট দাখিল করে।

এপ্রিল-জুন ২০২০ সময়কালে **'InstantWatch' Market Surveillance System** -এ যেসব শর্ট-সেল এলার্ট পরিলক্ষিত হয়েছে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ঐ সকল এলার্ট এর উপর অনুসন্ধানপূর্বক ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

১০. নিবন্ধন

নিবন্ধন বিভাগ স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, অনুমোদিত প্রতিনিধি, মার্চেন্ট ব্যাংকার, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি, সম্পদ ব্যবস্থাপক, ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী, ফান্ড ম্যানেজার, ট্রাস্টি, কাস্টডিয়ান -এর সনদ প্রদান এবং নবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ সময়ে নিম্নোক্ত সনদ ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে:

ক্র. নং	ইস্যুকৃত সনদের ধরন	ইস্যুকৃত সনদের সংখ্যা	নবায়নকৃত সনদের সংখ্যা	শাখা অনুমোদন	অফিস স্থানান্তর
১	স্টক ডিলার	০০ (ডিএসই)	৪১	--	--
		০১ (সিএসই)	১৪	--	--
২	স্টক ব্রোকার	০০ (ডিএসই)	৪৬	--	--
		০০ (সিএসই)	১৫	--	--
৩	অনুমোদিত প্রতিনিধি	০০ (ডিএসই)	৭৪	--	--
		০০ (সিএসই)	৪৮	--	--
৪	ডিপজিটরি অংশগ্রহণকারী	০২ (সিডিবিএল)	৩১	--	--

- নিবন্ধন বিভাগ যেসকল বিধিমালা/প্রবিধানমালার অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তার তালিকা নিম্নরূপ:

(i) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০;

(ii) ডিপজিটরি (ব্যবহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩;

ডিএসই = ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ
সিএসই = চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ
সিডিবিএল = সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিঃ

১১. মিউচ্যুয়াল ফান্ড অ্যান্ড এসপিভি (এমএফ অ্যান্ড এসপিভি)

এ সময়ে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে:

(১) অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

ক্র. নং.	ফান্ডের নাম	ফান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী
১	ক্যাপিটেক-আইবিবিএল শরীয়াহ ইউনিট ফান্ড	প্রকৃতি: শরীয়াহ আইন মোতাবেক গঠনকৃত মিউচ্যুয়াল ফান্ড। এ লক্ষ্যে ফান্ডের একটি শরীয়াহ উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে যারা শরীয়াহ গাইডলাইন মোতাবেক বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
		ফান্ডের মেয়াদ ও আকার : বে-মেয়াদি ও সীমাহীন আকার।
		উদ্যোক্তা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
		ট্রাষ্টি: ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ।
		হেফাজতকারী: ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ।
		সম্পদ ব্যবস্থাপক: ক্যাপিটেক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিঃ।
		ফান্ডের প্রাথমিক আকার : ২৫.০০ কোটি টাকা। উদ্যোক্তা প্রদান করেছে : ৩.৭৫ কোটি টাকা। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের নিকট ইউনিট বিক্রয়ের মাধ্যমে উত্তোলন করা হবে: ২১.২৫ কোটি টাকা।
		অভিহিত মূল্য: ১০ টাকা প্রতি ইউনিটের মূল্য।
		প্রসপেক্টাস অনুমোদনের তারিখ: ৩১.০৫.২০২০।
২	সিডব্লিউটি-সাধারণ বীমা গ্রোথ ফান্ড	প্রকৃতি: গ্রোথ মিউচ্যুয়াল ফান্ড বর্ধিষ্ণু বিনিয়োগ স্কীম (Growth Fund) অর্থ এমন কোন বিনিয়োগ স্কীম যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, স্বল্প মেয়াদে অধিক মুনাফার পরিবর্তে দীর্ঘ মেয়াদে মূলধন প্রবৃদ্ধি (Capital appreciation)।
		ফান্ডের মেয়াদ ও আকার: বে-মেয়াদি ও সীমাহীন আকার।
		উদ্যোক্তা: সাধারণ বীমা কর্পোরেশন লিঃ
		ট্রাষ্টি: ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ।
		হেফাজতকারী: ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ।
		সম্পদ ব্যবস্থাপক: সিডব্লিউটি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোং লিঃ।
		ফান্ডের প্রাথমিক আকার: ১০.০০ কোটি টাকা। উদ্যোক্তা প্রদান করেছে: ১.০০ কোটি টাকা। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের নিকট ইউনিট বিক্রয়ের মাধ্যমে উত্তোলন করা হবে: ৯ কোটি টাকা।
		অভিহিত মূল্য: ১০ টাকা প্রতি ইউনিটের মূল্য।
		প্রসপেক্টাস অনুমোদনের তারিখ: ১৭.০৬.২০২০।

১২. সুপারভিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব মার্কেট অ্যান্ড ইস্যুয়ার কোম্পানিজ (এসআরএমআইসি)

ক্র. নং	কোম্পানির নাম	বছর শেষ	এজিএম তারিখ	ডিভিডেন্ট	
				নগদ	শেয়ার
১	গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন বাংলাদেশ লিঃ	২০১৯১২	১৬/০৪/২০	৫৩০.০০	-
২	গ্রামীণফোন লিঃ	২০১৯১২	২১/০৪/২০	১৩০.০০	-
৩	ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিঃ	২০১৯১২	২২/০৪/২০	৪০০.০০	-
৪	সিঙ্গার বাংলাদেশ লিঃ	২০১৯১২	১৩/০৫/২০	৭৭.০০	-
৫	প্রাইম ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিঃ	২০১৯১২	২০/০৫/২০	-	-
৬	লিন্ডে বাংলাদেশ লিঃ	২০১৯১২	১৬/০৬/২০	৫০০.০০	-
৭	ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কোম্পানি লিঃ	২০১৯১২	১৭/০৬/২০	২০.০০	১৫%বি
৮	লাফার্জহোলসিম সিমেন্ট লিঃ	২০১৯১২	২৩/০৬/২০	১০.০০	-
৯	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	২০১৯১২	২৪/০৬/২০	১১.০০	৫%বি
১০	ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ	২০১৯১২	২৫/০৬/২০	৭.৫০	৭.৫%বি
১১	উত্তরা ব্যাংক লিঃ	২০১৯১২	২৬/০৬/২০	৭.০০	২৩%বি
১২	আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিঃ	২০১৯১২	২৭/০৬/২০	৩৫.০০	-
১৩	হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ লিঃ	২০১৯১২	৩০/০৬/২০	-	-
১৪	গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স লিঃ	২০১৯১২	৩০/০৬/২০	১৫.০০	৫%বি

১৩. সুপারভিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসআরআই)

সুপারভিশন এন্ড রেগুলেশন অব ইন্টারমিডিয়ারিজ (এসআরআই) বিভাগ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স, স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার, ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি), সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি, সম্পদ ব্যবস্থাপক ইত্যাদি বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিপালনীয় কার্যাদির তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই বিভাগ স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, ডিপি, মার্চেন্ট ব্যাংকার্স ও সম্পদ ব্যবস্থাপকসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে। এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসআরআই বিভাগ সাধারণ বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অভিযোগ নিয়েও কাজ করে থাকে। উক্ত বিভাগ এপ্রিল - জুন, ২০২০ইং পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি সম্পাদন করেছে:

ক. কাস্টমার কমপ্লেইন্ট অ্যাড্রেস মডিউল (সিসিএএম): এসআরআই বিভাগ পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ আইনানুগভাবে নিষ্পত্তি করে থাকে। ইতঃপূর্বে বিনিয়োগকারীরা লিখিত আকারে (হার্ড কপি) অভিযোগ কমিশনে দাখিল করতেন। উক্ত অভিযোগ অনলাইনে দাখিলের নিমিত্তে আলোচ্য সময়ে কমিশন International Organization of Securities Commissions (IOSCO) কর্তৃক ঘোষিত বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহের প্রথম দিনে (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং তারিখ) কাস্টমার কমপ্লেইন্ট অ্যাড্রেস মডিউল (সিসিএএম) উদ্বোধন করা হয়েছে। নতুন প্রবর্তিত সিসিএএম এর মাধ্যমে বিএসইসি, ডিএসই, সিএসই ও সিডিবিএল-এর ওয়েব সাইটে গিয়ে বিনিয়োগকারীরা সহজেই যে কোন স্থান থেকে অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, দাখিলকৃত অভিযোগের বর্তমান অবস্থা তিনি অনলাইনে জানতে পারবেন। অভিযোগের ফলাফলে তিনি সন্তুষ্ট না হলে একই ব্যবস্থায় আপিল করতে এবং প্রয়োজনে অভিযোগ প্রত্যাহারও করতে পারবেন। তাছাড়া তিনি অভিযোগ দাখিল করা মাত্র ই-মেইলে অভিযোগ নম্বরসহ প্রাপ্তি স্বীকারপত্র পাবেন। যেহেতু এই মডিউলটি স্বয়ংক্রিয়, তাই অভিযোগ দাখিলের সাথে সাথে অভিযোগটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে যায় এবং এর জন্য কোন নথি চালাচালির প্রয়োজন হয় না, সেহেতু এর মাধ্যমে দাখিলকৃত অভিযোগ পূর্বের থেকে অনেক স্বল্প সময়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর হবে। অন্যদিকে এই অভিযোগের তথ্য বিএসইসি একটি ডাটাবেইস আকারে সংরক্ষণ করছে এবং তা সুপারভিশন কাজে ব্যবহার করছে। সিসিএএম-এর মাধ্যমে এপ্রিল - জুন, ২০২০ইং পর্যন্ত দাখিলকৃত অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

সময়কাল	দাখিলকৃত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন
এপ্রিল - জুন, ২০২০	৬২	৪৯	১৩

কাস্টমার কমপ্লেইন্ট অ্যাড্রেস মডিউল (সিসিএএম) ছাড়াও বিনিয়োগকারীগণ সরাসরি লিখিতভাবে কমিশনে অভিযোগ দাখিল করে থাকে। এপ্রিল - জুন, ২০২০ইং সময়কালে বিনিয়োগকারীগণ সরাসরি কমিশনে লিখিতভাবে ২টি অভিযোগ দাখিল করেছেন যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

প্রতিষ্ঠান	গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা (এপ্রিল - জুন, ২০২০ইং)	প্রক্রিয়াধীন	আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এনফোর্সমেন্ট বিভাগে প্রেরণ	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ডিএসই/ সিএসই/এমবিতে প্রেরণ	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ
ডিএসই ট্রেকহোল্ডার	২	১	১	-	-

খ. **অনলাইন রিপোর্ট সাবমিশন প্ল্যাটফর্ম:** এসআরআই বিভাগ ইতঃপূর্বে বাজার মধ্যস্থতাকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (মার্চেন্ট ব্যাংকার, প্রাতিষ্ঠানিক ব্রোকার, সম্পদ ব্যবস্থাপক ও সিকিউরিটিজ কাস্টোডিয়ান প্রতিষ্ঠানসমূহের) মাসিক প্রতিবেদন সনাতন পদ্ধতিতে কাগজে সংগ্রহপূর্বক কমিশনে উপস্থাপন করতো। এই অবস্থা পরিবর্তন এবং এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মান অর্জনের জন্য বিএসইসি-এর নিজস্ব ওয়েবসাইটে মাসিক প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বিগত ২৪ জুলাই, ২০১৯ইং তারিখে উদ্বোধন করা হয়। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ব্রোকার, মার্চেন্ট ব্যাংকার ও সম্পদ ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানসমূহ আগস্ট, ২০১৯ইং হতে তাদের মাসিক প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করছে। বর্তমানে ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি ও সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাক্রমে ত্রৈমাসিক ও মাসিক প্রতিবেদন কমিশনে দাখিলের জন্য উক্ত প্ল্যাটফর্মের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্ল্যাটফর্মটি ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি ও সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাক্রমে ত্রৈমাসিক ও মাসিক প্রতিবেদন কমিশনে দাখিলের জন্য জুন ৩০, ২০২০ইং তারিখে উদ্বোধন করা হয়। আশা করা যায় যে, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি ও সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান প্রতিষ্ঠানসমূহ আগামী অর্থ বছর (জুলাই, ২০২০) থেকে তাদের প্রতিবেদন অনলাইনে দাখিল করতে পারবে। উল্লিখিত রিপোর্টসমূহ দাখিল করলে, যারা দাখিল করেছেন তারা একটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রাপ্তি স্বীকারপত্র পাবেন। প্রতি মাসের দশ তারিখের মধ্যে দাখিলকৃত বর্তমান প্রতিবেদন সংশোধনও করা যাবে। এই প্ল্যাটফর্মটি বিএসইসি বাইরের কোন সাহায্য ছাড়া প্রস্তুত করেছে। এর ব্যাবহারকারীরা প্রতিবেদন প্রদানের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাত-দিন যে কোন সময়ে প্রতিবেদন জমা দিতে পারবেন। অন্যদিকে বিএসইসি এই জমাকৃত প্রতিবেদন এককভাবে এবং সামষ্টিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে।

গ. **এক্সটারনাল ডাটা রিকোয়েস্ট প্রসেসিং (ইডিআরপি):** দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সাথে তথ্য আদান প্রদানের সুবিধার্থে ১৫ এপ্রিল, ২০১৯ইং তারিখে External Data Request Processing (EDRP) নামে একটি প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। উক্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এপ্রিল - জুন, ২০২০ইং পর্যন্ত দুদকসহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার ২৩টি পত্রের মাধ্যমে চাহিত তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।

ঘ. **এসআরআই বিভাগ, ডিএসই এবং সিএসই**-এর ট্রেকহোল্ডারদের দাখিলকৃত বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। আলোচ্য সময়ে বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে সমন্বিত গ্রাহক হিসাবে ২৫.২৭ কোটি টাকা ঘাটতি এবং কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূতভাবে ১.২০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে পরিদৃষ্ট হয়। এসআরআই বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে উক্ত ঘাটতি এবং পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূতভাবে গৃহীত ঋণ কোম্পানির হিসাবে ফেরত প্রদান করেছে। এ সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিচে তুলে ধরা হলো:

বিবরণ	কোম্পানির সংখ্যা	টাকা
Consolidated Customers' Account-এ ঘাটতি সমন্বয় করেছে	২৩	২৫.২৭ কোটি
Consolidated Customers' Account-এ ঘাটতি সমন্বয় করার জন্য নির্দেশনা প্রদান	২	২.১৩ কোটি
পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূতভাবে গৃহীত ঋণ ফেরত প্রদান করেছে	৩	১.২০ কোটি
মোট	**২৮**	**২৮.৬০ কোটি**

ঙ. **এসআরআই** বিভাগে প্রতিমাসের প্রথম রবিবার (প্রথম রবিবার সরকারি ছুটি হলে পরের দিন) বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সভাতে সকল সকল অনিষ্পত্তিকৃত বিষয়ে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভাসমূহের কার্যবিবরণী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসআরআই বিভাগের সকল কর্মকর্তার নিকট বিতরণ করা হয়।

১৪. এনফোর্সমেন্ট

সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার দরুন এনফোর্সমেন্ট বিভাগ পুঁজিবাজারে আইন অমান্য/লংঘনকারীর বিরুদ্ধে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক জরিমানা আরোপসহ অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে থাকে। সিকিউরিটিজ আইনের আওতায় পরিদর্শন ও তদন্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। পরিদর্শন/তদন্তে সিকিউরিটিজ আইন পরিপালন না করা সংক্রান্ত প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ আইনের বিধান অনুসারে ইস্যুয়ার ও পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা ও শুনানি সম্পন্ন করে কমিশনের নিকট তা পেশ করা হয়। কমিশন সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থতার কারণে ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টক ব্রোকার, স্টক ডিলার, মার্চেন্ট ব্যাংকার, অনুমোদিত প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক এ সময়ে গৃহীত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমসমূহ প্রদর্শন করা হলো:

ক্র. নং	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি (সংখ্যায়)	এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থার ধরন	
			জরিমানা	সতর্কীকরণ
১	ইস্যুয়ার কোম্পানি/পরিচালক	১	--	১
২	স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার/ অনুমোদিত প্রতিনিধি	৪	--	৪
	মোট	**৫**	--	**৫**

১৫. আইন

কমিশন কর্তৃক এবং কমিশনের বিরুদ্ধে মোট ৫৬২টি মামলা বিভিন্ন আদালতে বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। মামলাসমূহের আদালতভিত্তিক অবস্থান নিম্নরূপ:

ক্র. নং	আদালতের নাম		মামলার সংখ্যা
১	বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট	আপিল বিভাগ	১৩টি
		হাইকোর্ট বিভাগ	২৪৩টি
২	স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, বিএসইসি, ঢাকা		১৬টি
৩	জেলা জজ আদালত, যুগ্ম জেলা জজ আদালত, সহকারী জজ আদালত, ঢাকা		১৫টি
৪	চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা		০৩টি
৫	জেনারেল সার্টিফিকেট আদালত, ঢাকা		২৭২টি
মোট মামলার সংখ্যা			**৫৬২টি**

১৬. সেন্ট্রাল ডিপজিটরি সার্ভিসেস

উল্লেখ্য, কভিড-১৯ এর কারণে এপ্রিল - জুন, ২০২০ সময়ে কোন মিউচ্যুয়াল ফান্ড/কোম্পানি সিডিএস-এ তালিকাভুক্ত হয়নি।

১৭. এমআইএস

- অটোমেশন ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে বিএসইসি'র বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলি সম্পাদনে সম্ভাব্য সহায়তা দেয়া, কম্পিউটারাইজড তথ্য বিশ্লেষণভিত্তিক পুঁজিবাজার মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলা, ওয়েবের মাধ্যমে সকলকে সিকিউরিটিজ আইন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে অবগত করা এবং কমিশনকে আধুনিক ইনফরমেশন টেকনোলজি পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা এমআইএস বিভাগের মূল লক্ষ্য।

- কমিশন ভবনে নতুন প্রযুক্তির নেটওয়ার্ক ও তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনের কর্মচারীগণকে নতুন প্রযুক্তির কম্পিউটার/ল্যাপটপ প্রদান করা হয়েছে। কমিশনে বর্তমানে ১০০ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে, যা শেয়ারড ভিত্তিতে কমিশনের কর্মচারীগণ তাঁদের ওয়ার্ক স্টেশন থেকে ব্যবহার করে থাকেন। ইন্টারনেট সংযোগটি ভিন্ন একটি ১০০ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে রিডানডেন্ট করা হয়েছে, ফলে ইন্টারনেট সংযোগ নিরবচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব হয়েছে।

- ১০ তলা বিশিষ্ট সিকিউরিটিজ কমিশন ভবনব্যাপী নতুন ওয়াই-ফাই নেটওর্য়াক স্থাপন করা হয়েছে। একইসঙ্গে নেক্সট জেনারেশন ফায়ারওয়াল, রাউটার ও গিগাবিট সুইচ স্থাপন করা হয়েছে। ওয়াই-ফাই নেটওর্য়াক ব্যবহার করে কর্মচারীগণ স্বাচ্ছন্দে ইন্টারনেট সুবিধা পাচ্ছেন।

- বিএসইসি ইতোমধ্যে ই-সার্ভিস রোডম্যাপ-২০২১ তৈরি করেছে, যার আওতায় নতুন প্রযুক্তির অনলাইনভিত্তিক রেগুলেটরি ইনফরমেশন সিস্টেম এবং অভ্যন্তরীণ ইআরপি স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে অনলাইনভিত্তিক কাস্টমার কমপ্লেইন এড্রেস মডিউল ও বাজার মধ্যস্থতাকারীদের জন্য রিপোর্ট সাবমিশন মডিউল স্থাপিত হয়েছে।

- কমিশনের ওয়েবসাইটটি ইতোমধ্যে ডাইনামিক ডাটাবেজ ভিত্তিক সাইটে উন্নয়ন করা হয়েছে। ওয়েবসাইটটিতে বর্তমানে ৩টি ডোমেইন-**www.sec.gov.bd**, **www.secbd.org** ও **www.এসইসিবিডি.বাংলা** ডোমেইন বিদ্যমান রয়েছে। তিনটি ডোমেইন এর যে কোনোটির মাধ্যমেই ওয়েবসাইটটি ব্রাউজ করা যায়। ওয়েবসাইটটিতে SSL সার্টিফিকেট ব্যবহারের মাধ্যমে ডাটা যোগাযোগের নিরাপত্তা উন্নত করা হয়েছে। বিএসইসি'র ওয়েবসাইটে সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট আইন, রুলস, রেগুলেশন, অর্ডার, ডাইরেক্টিভ, নোটিফিকেশন ইত্যাদি উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করা হয়েছে যা ব্যবহারকারীগণের জন্য তথ্য খুঁজে পেতে অধিকতর সহায়ক। ওয়েবসাইটটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

- কমিশনে a2i এর সহায়তায় সরকারের ই-নথি সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রচলিত কাগজের ফাইলের পরিবর্তে ইলেক্ট্রনিক ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ফলে কাগজের ফাইলিং ক্রমান্বয়ে ইলেক্ট্রনিক ফাইলিং এ রূপান্তরিত হচ্ছে। a2i সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিশনের সকল কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
- এমআইএস বিভাগ কমিশনের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট, মডিফিকেশন, ওয়েবসাইট আপগ্রেডেশন ও মেইন্টেন্যান্সের কাজ করে থাকে।
- পুঁজিবাজারে আধুনিক ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের লক্ষ্যে একজন ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

এপ্রিল - জুন, ২০২০ -এ ওয়েবসাইটে বিশেষ কিছু আপলোডের সংখ্যাঃ

কাজ	সংখ্যা
মিউচ্যুয়াল ফান্ড প্রসপেক্টাস স্থাপন	০১টি
এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন স্থাপন	০৩টি
অন্যান্য আদেশ/নোটিফিকেশন/ডাইরেক্টিভ ইত্যাদি স্থাপন	০৩টি
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন স্থাপন	০১টি
মতামতের জন্য প্রস্তাবিত খসড়া আইন স্থাপন	০১টি
প্রেস বিজ্ঞপ্তি	১১টি

১৮. গবেষণা ও উন্নয়ন

এ সময়ে নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়

ক. চাহিদা মোতাবেক সরকারের নিকট মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ:

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।
- কমিশনের মাসিক উল্লেখযোগ্য/গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির প্রতিবেদন।

খ. বাজেট বক্তৃতার জন্য পুঁজিবাজার সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ:

গ. চাহিদা মোতাবেক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ:

- পুঁজিবাজারের মাসিক লেনদেনের প্রতিবেদন।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য তথ্য।

ঘ. চাহিদা মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনার জন্য তথ্য প্রেরণ:

১. অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য পুঁজিবাজার সংক্রান্ত তথ্য।
২. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম প্রকাশনার জন্য পুঁজিবাজার সংক্রান্ত তথ্য।
৩. মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য তথ্য প্রেরণ।

ঙ. নিম্নোক্ত প্রতিবেদন সম্পাদনা করা হয়:

প্রতিবেদনের নাম	প্রকাশকাল
বার্ষিক প্রতিবেদন (বাংলা)	২০১৮-২০১৯
বার্ষিক প্রতিবেদন (ইংরেজি)	২০১৮-২০১৯
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পরিক্রমা	১টি
Quarterly Review	১টি

১৯. ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি

কমিশনের ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি বিভাগ দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স এবং বিনিয়োগকারীদের যথাযথ অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেতন করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম এবং বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম অনুমোদন এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ট্রেকহোল্ডারে কর্মরত অনুমোদিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। বিভাগীয় কার্যাবলি নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিবরণ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম	১২০০
	মোট	**১২০০**

২০. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ এপ্রিল-জুন, ২০২০ সময়ে বৈদেশিক নানা সংস্থার Query এর প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক তা সংশ্লিষ্ট সংস্থায় প্রেরণ ও পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে।

২১. স্টক এক্সচেঞ্জের অপারেশনাল স্ট্যাটিসটিকস

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

মাস	ডিএসই ইনডেক্স (DSEX)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকায়)	মোট লেনদেন দিবস	সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যায়)		সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যায়)	
				মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়
এপ্রিল	-	-	-	-	-	-	-
মে	৪০৬০.৪৫	৩১৬১৭৬২	১	৪৪	৪৩.৯৬	১৪৩২.৯৩	১৪৩২.৯৩
জুন	৩৯৮৯.০৯	৩১১৯৬৭০	২২	৬৫০	২৯.৫৫	৪৭৮০১.৩৩	৮০৯.১৫
মোট			**২৩**	**৬৯৪**	**৩০.১৮**	**৪৯২৩৪.২৬**	**২১৪০.৬২**

* মাসের শেষ লেনদেন দিবসের সূচক এবং বাজার মূলধন নেয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

মাস	সকল শেয়ার এর মূল্য সূচক	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকায়)	মোট লেনদেন দিবস	সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যায়)		সিকিউরিটিজ লেনদেন এর পরিমাণ (মিলিয়ন সংখ্যায়)	
				মাসিক	দৈনিক গড়	মাসিক	দৈনিক গড়
এপ্রিল	-	-	-	-	-	-	-
মে	১১৪৬৯.০২৪৯	২৪৮১৪৯৬.৫৫	১	১.৬২	১.৬২	৩৩.৫৭	৩৩.৫৭
জুন	১১৩৩২.৫৮৯৮	২৪৪৭৫৬৭.১৩	২২	১১১.৩৭	৫.০৬	৯৫২৬.২৫	৪৩৩.০১
মোট			**২৩**	**১১২.৯৯**	**৪.৯১**	**৯৫৫৯.৮২**	**৪১৫.৬৪**

* মাসের শেষ লেনদেন দিবসের সূচক এবং বাজার মূলধন নেয়া হয়েছে।

উৎস: সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ

২২. প্রেস রিলিজ

এ সময়ে কমিশনার ১১টি প্রেস রিলিজ ইস্যু করেছে; যা কমিশনের ওয়েব সাইটে (**www.sec.gov.bd**) সন্নিবেশিত আছে।

বিগত নয় বছরে কমিশন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও সংস্কার কার্যক্রম

[মে, ২০১১ - মে, ২০২০]

Major initiatives and reforms undertaken by the Commission during last nine years

[May, 2011 - May, 2020]

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

ই-৬/সি আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা

ঢাকা।

মে, ২০১১ থেকে মে, ২০২০ পর্যন্ত কমিশন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও সংস্কার কার্যক্রম

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান কমিশন পুঁজিবাজারের এক ক্রান্তিকালে দায়িত্ব গ্রহণ করে। ২০১০-১১ সনে ঘটে যাওয়া পুঁজিবাজারের মহাবিপর্যয় কাটতে না কাটতেই আমাদেরকে সংবেদশীল এই বাজারে ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দেওয়া হয়। একটি ধ্বংসযজ্ঞ নতুন উন্নয়নের সম্ভাবনার বীজ বপন করে যায় - এই বিশ্বাসের উপর ভর করে আমরা দায়িত্ব নেই।

দায়িত্ব গ্রহণ করার পরেই বাজারের করুণ চিত্র আমাদের সামনে চলে আসে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার কর্মকর্তাদের মাঝে প্রেষণার ঘাটতি থেকে শুরু করে পুঁজিবাজারের সর্বস্তরে আস্থাহীনতা, বিনিয়োগকারীদের সর্বশ্রান্ত হওয়া, প্লেসমেন্ট শেয়ারের অযাচিত দামে রমরমা ব্যবসা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবের পাশাপাশি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে নিষ্ক্রিয়তায় আর্থিকখাত ছাড়িয়ে সমাজ জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে ব্যাংকগুলোর অধিক বিনিয়োগ ও ভিন্ন উদ্দেশ্যে গ্রহণকৃত ঋণ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের ফলে অত্যধিক তারল্যের তুলনায় শেয়ার সরবরাহের অপ্রতুলতা, মার্জিন রুলের ঘনঘন পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রক সংস্থার নজরদারি, ও সার্ভিল্যান্স সক্ষমতার অভাব, তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে সুশাসনের অভাব, স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা ও তদারকির দুর্বলতা এবং বিভিন্ন অংশীজনের যথাযথ ভূমিকা পালন না করা ইত্যাদি ছিল ২০১০-১১ সালে পুঁজিবাজারে বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ।

দায়িত্ব নেয়ার পরে আমরা কয়েকটি উদ্দেশ্য নিয়ে কর্মকাণ্ড শুরু করি। সেগুলো হলো:

- পুরাতন আইনের সংশোধন, যুগোপযোগীকরণ ও নতুন আইন প্রণয়ন;
- কমিশনের নিয়ন্ত্রণ, কারিগরি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা,
- স্টক এক্সচেঞ্জ ও তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে সুশাসন নিশ্চিত করা;
- পুঁজিবাজারের সর্বক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে ডিজিটাল প্রক্রিয়া চালু করা;
- সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম চালু করা;
- পুঁজিবাজারে নতুন পণ্য/ইন্সট্রুমেন্টের প্রচলন করা;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা।

এ সকল কার্যক্রম শুরু করেছি একটি বিশ্বাস থেকে, আর তা হলো - একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার উন্নত অর্থনীতি গড়ে তোলার অন্যতম পূর্বশর্ত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য শিল্প, অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম উৎস হিসেবে পুঁজিবাজারের সুদৃঢ় অবস্থানের জন্য কমিশন ও সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে একটি স্থিতিশীল, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দক্ষ একটি পুঁজিবাজারের জন্য আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে যা

জাতীয় অর্থনীতিতে যথেষ্ট অবদান এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী ভূমিকা রাখতে পারবে। বিগত ৯ বছরে সরকারের অব্যাহত সহযোগিতার কারণে পুঁজিবাজার বর্তমানে স্থিতিশীল। আইন কানুন, অবকাঠামো, বাজার তদারকি, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, বিনিয়োগকারীর আস্থা, সমস্ত অংশীজনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

ইতোমধ্যে বিএসইসির জন্য নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়েছে যা পুঁজিবাজারে উন্নয়নের এক অনন্য নিদর্শন। আইনি সংস্কারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে কমিশনের কর্মচারীদের পদ-মর্যাদা ও বেতন-ভাতাদিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বংলাদেশ ব্যাংকের সমমান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে, পাশাপাশি কমিশন ও কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে আইনি বিধান রাখা হয়েছে। কমিশনে র্কমরত সকলের জন্য দেশে-বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণসহ নানাবিধ সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করে পুঁজিবাজার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ও মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে কমিশন ''নিয়ন্ত্রক ও সহায়তাকারী'' উভয় ভূমিকায় পুঁজিবাজার বিকাশের ধারা বজায় রেখেছে এবং বেগবান করছে।

বিগত ২০১৭ সনের ৮ জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন, তা আজ বিভাগীয় শহরে বিস্তৃত এবং ঢাকাতে নিয়মিতভাবে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। সর্বস্তরের বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যৌক্তিক বিনিয়োগে সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কলা-কৌশল সম্পর্কে অভিহিত করাই বিনিয়োগকারীর সুরক্ষার অন্যতম মূলমন্ত্র।

অর্থনীতিকে বেগবান, বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থায়নের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারের অবদান বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীর সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার কয়েকটি হলো:

- তালিকাভুক্ত কোম্পানির সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড প্রণয়ন ও অন্যান্য স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নের পাশাপাশি সুশাসন নিশ্চিত করা;
- শেয়ার বাজারে লেনদেনে কারচুপি ও অনিয়ম শনাক্তকরণ ও যাথাযথ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রণীত প্রণোদনা প্যাকেজ এর সফল বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা;
- পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা ও এর কার্যক্রম চালু করা;

- আর্থিক প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (FRC) গঠন করা;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট) রুলস, ২০১৫ এর মাধ্যমে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ও প্রাইভেট ইক্যুইটিতে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তথ্য-প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হচ্ছে। যার সুবাদে অর্থনীতি পাবে নতুন মাত্রার গতিশীলতা, আর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীর হবে ভাগ্যোন্নয়ন;
- সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাজারে কারসাজি নিয়ন্ত্রণ;
- আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নিশ্চিতকরণ;
- বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ: কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা থেকে শুরু করে আইপিওতে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের জন্য ২০% কোটা সংরক্ষণ, বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে কাট অফ প্রাইসের ১০% নিচে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের শেয়ারের দাম নির্ধারণ, বিনা পয়সায় শেয়ারের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য মোবাইলে প্রেরণ সিসিএএম এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থাকরণ এবং সর্বোপরি বিনিয়োগ সংক্রান্ত জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে তাদের পুঁজির সুরক্ষার বিষয়টি অন্যতম। উল্লেখ্য যে, বাজার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং আর্থিক বিবরণীর বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধিসহ যেকোন সাংঘর্ষিক বিষয়ে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে;
- দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হিসেবে বন্ড মার্কেটের উন্নয়নসহ অন্যান্য ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিজ প্রবর্তন করা;
- নতুন নতুন প্রোডাক্ট চালুকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীর পছন্দের বাস্কেট (ঝুড়ি) কে সম্প্রসারিত ও বৈচিত্র্যময় করা;
- নতুন প্রোডাক্ট চালু করার পূর্বে তার পরিচিতি, পরিচালন প্রক্রিয়া ও কৌশল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ;
- বিএসইসি'র প্রশিক্ষণ একাডেমির কার্যক্রম জোরদার করে সর্বত্র এবং সর্বস্তরে বিনিয়োগ শিক্ষা বিস্তৃতকরণ;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পুঁজিবাজারের ভূমিকা ও গুরুত্ব, অন্যান্য সেক্টরের সাথে পুঁজিবাজারের আন্তঃসম্পর্ক ইত্যাদি নানা বিষয়ে সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা;
- ভেঞ্চার ক্যাপিটালের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি মূলধনী কোম্পানির শেয়ার লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য এক্সচেঞ্জে স্মল ক্যাপ বোর্ড (Small Cap Board) চালু করা;
- সকল ধরনের অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সর্বত্র স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা;

- আন্তর্জাতিক মানের ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি বাংলাদেশ (সিসিবিএল) প্রতিষ্ঠা।

এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমরা উন্নত পুঁজিবাজারের ভিত্তি রচনা করতে পেরেছি বলে বিশ্বাস করি। আমাদের প্রণীত সকল আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের যথাযথ প্রয়োগ, বন্ড মার্কেটের উন্নয়নসহ নানাবিধ পণ্যের যথাযথ সংযোজন একদিকে পুঁজিবাজারের গতি যেমন বাড়াবে, তেমনি একটি জ্ঞান-সমৃদ্ধ বিনিয়োগকারী সমাজ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আলোকে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার অঙ্গীকারবদ্ধ অংশীজনের উপস্থিতিতে একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়ে উঠবে। ফলে, অর্থনীতির মূলধারাসহ অবকাঠামো ও সেবাখাতে অর্থায়নের অন্যতম উৎস হয়ে উঠবে পুঁজিবাজার। ঝুঁকি ও বিনিয়োগ আয়সহ বিভিন্ন মানদণ্ডে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের শ্রেষ্ঠতম বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত হবে বাংলাদেশ পুঁজিবাজার।

নয় বছরে একটি সংবেদনশীল খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখাসহ সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আমরা সার্বক্ষণিকভাবে পাশে পেয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। তিনি আট বার আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এসেছেন অথবা আমাদেরকে ডেকে নিয়েছেন। এছাড়াও সীমিত পরিসরে অগণিতবার পলিসি নির্দেশনা দিয়ে আমাদের মনোবল অটুট রাখার পাশাপাশি বিনিয়োগকারী ও বাজারের কল্যাণে অনেক উদ্যোগ নিয়েছেন ও প্রণোদনা দিয়েছেন। প্রতিবার বাজেট অধিবেশনের সমাপনী বক্তৃতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুঁজিবাজারের গুরুত্বকে তুলে ধরে আমাদের অধিকতর উদ্যোগী ও দায়িত্ববান হতে বাধ্য করেছেন। বাংলাদেশের আর্থিক খাতের এ অংশকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কমিশন এজন্য তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

মাননীয় স্পীকারসহ মহান সংসদের সকল সদস্যদের প্রতি আমাদের বিভিন্ন আইন সংশোধন ও নতুন আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখার জন্য জানাই অগণিত শ্রদ্ধা। একই সাথে কেবিনেটের সকল শ্রদ্ধাভাজন সদস্যদের জন্যও রইল আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধ। আরো শ্রদ্ধা জানাই অর্থমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি ও জাতীয় ক্রয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির প্রতি যাদের অনেক অবদান রয়েছে পুঁজিবাজার উন্নয়নের ধারায় আমাদের প্রচেষ্টায়।

সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত আমাদেরকে অকুণ্ঠ সমর্থন, প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা, প্রস্তাব ও পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ কারিগর হিসেবে পুঁজিবাজার বিকাশে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। আমরা তাঁর কাছেও চিরকৃতজ্ঞ।

বর্তমান অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নানাবিধ দিক-নির্দেশনায় পুঁজিবাজারকে গতিশীল করার পাশাপাশি দীর্ঘ-মেয়াদে অর্থনীতিতে এই বাজারের অবদান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শসহ প্রত্যক্ষভাবে অনেক অবদান রেখেছেন। তাঁর প্রতিও রইল আমাদের অসীম শ্রদ্ধা।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়কে, যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনায় কমিশন অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট রুলস প্রণয়নের মাধ্যমে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রাইভেট ইক্যুইটি ও ইমপ্যাক্ট ফান্ড এর মত পণ্যের প্রচলন করতে পেরেছে। এসব পণ্যের লেনদেন সুবিধার্থে ইতোমধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জে স্মল ক্যাপিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান FRA Act প্রণয়ন থেকে শুরু করে দেশে-বিদেশে অনেক সেমিনারের মাধ্যমে আমাদের পুঁজিবাজার উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁর প্রতি রইল আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা।

পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, যিনি পূর্বে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পপনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন, পুঁজিবাজার উন্নয়নে তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ও ভূমিকার জন্য জানাই অজস্র ধন্যবাদ।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সার্বক্ষণিক আমাদের আন্তরিক সহায়তা প্রদান করেছে ও পরামর্শ দিয়েছে এবং আমাদের সকল সংস্কার কার্যক্রমে ক্রিয়াশীল অংশীজনের মত প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান করায় আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ ও চিরঋণী। অর্থ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়সহ সবার প্রতি তাদের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা। বাংলাদেশ ব্যাংককে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় বিনিয়োগকারী, স্টক এক্সচেঞ্জ, সিডিবিএল, ডিবিএ, বিএমবিএ, এএমসি, ফান্ড ম্যানেজার, বিএপিএলসি, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি, তালিকাভুক্ত কোম্পানি থেকে সকল অংশীজন যারা আইন-বিধি-বিধান প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেছেন, বাজারকে সচল, স্থিতিশীল ও শক্তিশালীকরণে অসীম ভূমিকা রেখেছেন তাদেরকেও জানাই কৃতজ্ঞতা।

সাংবাদিকদের জানাই অপরিসীম ধন্যবাদ। তাদের গঠনমূলক সমালোচনা আমাদের কর্মকাণ্ডকে সঠিক ধারায় প্রবাহিত করার ক্ষেত্রে রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একটি জ্ঞান-সমৃদ্ধ বিনিয়োগকারী গোষ্ঠীসহ অংশীজনদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করার কাজটি তারা করেছেন নিরন্তরভাবে এবং সুনিপুণ দক্ষতায়। পুঁজিবাজার পরিচালন ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাদের জ্ঞান আহরন ও তা বিনিময় করার প্রচেষ্টাতে আমি মুগ্ধ। আমি তাদের সাফল্য কামনা করি।

দীর্ঘ নয় বছরের পথ চলায় কমিশনার হিসেবে পেয়েছি প্রফেসর মোঃ হেলাল উদ্দিন নিজামী, জনাব আমজাদ হোসেন, জনাব আরিফ খান, জনাব মোঃ আঃ সালাম সিকদার, ড. স্বপন কুমার বালা ও জনাব খোন্দকার কামালউজ্জমানের সার্বিক সহযোগিতা। কমিশনকে আজকে যারা একটি দায়িত্বশীল

এবং আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে অবদান রাখার প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরিত করেছে, তাদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

যাদের শ্রমে-ঘামে, কর্ম-দক্ষতায় এবং নিরলস পরিশ্রমে কমিশন তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালনে সর্বাত্মক চেষ্টা করে গেছে, সেসকল কর্মচারীদের অবদান কোন কিছুর বিনিময়ে পরিশোধযোগ্য নয়। মাত্র সামান্য ক'জন কর্মচারী যে বিরাট কর্মযজ্ঞ পরিপালন করে আমাকে দায়বদ্ধতা ও ভালবাসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছেন তাদের অবদান আমার স্মৃতিতে আমরণ অম্লান থাকবে। দীর্ঘ-সময় এমন একটি সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠানে সেবায় নিয়োজিত থাকা শুধু তাদের নিবেদিত ও সর্বতো সহযোগিতার ফলেই সম্ভব হয়েছে। আমার সবটুকু ভালবাসা ও শুভকামনা তাদের জন্য।

বর্তমানে মহামারী করোনার করালগ্রাসে বিশ্ব পুঁজিবাজার তথা অর্থনীতি দারুণভাবে বিপর্যস্ত। আমাদের বিশ্বাস, কমিশনের দীর্ঘ নয় বছরের কার্যক্রম ও উদ্যোগ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে সরকারি ও বেসরকারি খাতে তথা সড়ক, সেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন্দর, টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পরমাণু বিদ্যুৎ, মহাকাশ যোগাযোগ, সেবা ও অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক খাত এবং বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে। সেই সাথে রচিত হবে টেকসই অর্থনীতির ভিত্তি। বাড়বে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হবার ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারের অবদান। আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার, যা দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস হয়ে ব্যাপক বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় উন্নয়নে রাখবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

ড. এম. খায়রুল হোসেন
চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

বিগত নয় বছরে কমিশন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও সংস্কার কার্যক্রম

[মে, ২০১১ - মে, ২০২০]

২০১০-১১ সালে শেয়ার বাজারে উত্থান-পতনের পর মে ২০১১ এ নতুন কমিশনকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। সেই থেকে কমিশনের প্রধান কর্তব্য হলো শেয়ার বাজারে বিপর্যয়ের কারণসমূহ চিহ্নিত করা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনরুদ্ধার এবং বাজারে সুশৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণের জন্য অনুসন্ধান, পরিদর্শন ও তদন্ত পরিচালনা করা এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

● আইন প্রণয়ন/সংশোধন

১. **Securities and Exchange Ordinance, 1969** সংশোধন করা হয়েছে, অন্যান্যের মধ্যে এ সংশোধনীতে কমিশনের দ্বারা আরোপিত জরিমানার ১৫% পরিমাণ কমিশনে জমা না দিয়ে জরিমানার আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে কোন আইনী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না, পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাসমূহ নিস্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠা, পুঁজিবাজার সম্পর্কিত তদন্ত পরিচালনার স্বার্থে কোনও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কাছ থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য তলব ও পরীক্ষা করা এবং কমিশনের সাবেক এবং বর্তমান কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা ও ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে তথ্য প্রকাশের জন্য জরিমানা অন্তর্ভুক্ত আছে;

২. **বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩** সংশোধন করা হয়েছে, অন্যান্যের মধ্যে এ সংশোধনীতে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে যে কোনও চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষমতা, পুঁজিবাজার সম্পর্কিত তদন্ত পরিচালনার স্বার্থে কোনও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কাছ থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তথ্য তলব ও পরীক্ষা করা, ডেরিভেটিভস এবং অন্যান্য সিকিউরিটির লেনদেন নিস্পত্তির জন্য ক্লিয়ারিং কর্পোরেশনের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ সক্ষমতা ও কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিএসইসি এর কর্মচারীদের জন্য বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান অন্তক্ত আছে। অধিকন্তু, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহায়তায় বিএসইসি -এর নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপন, জনবল বৃদ্ধি, কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বৃদ্ধিসহ অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

৩. **এক্সচেঞ্জসমূহের ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশনের জন্য এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩** প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এক্সচেঞ্জসমূহের জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করেছে। এ লক্ষ্যে সিকিউরিটিজ লেনেদেনের অধিকারকে এক্সচেঞ্জ এর মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা থেকে পৃথকীকরণে এক্সচেঞ্জের দক্ষতা ও মূল্য বৃদ্ধি করেছে। ১৩ জন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পর্ষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বতন্ত্র পরিচালক থাকবেন এবং চেয়ারম্যানকে অবশ্যই স্বতন্ত্র পরিচালক হতে হবে। স্বতন্ত্র পরিচালকরা বোর্ড কমিটিতে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে, কর্পোরেট সুশাসন উন্নত করে এবং তাদের নানাবিধ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মাধ্যমে ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন;

● নতুন বিধি প্রণয়ন

৪. **ডেট সিকিউরিটিজ ইস্যু করার জন্য Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012** প্রণয়ন করা হয়েছে। ২৯ অক্টোবর ২০১২ এর পূর্বে ডেট সিকিউরিটিজ ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের জন্য আলাদা কোন বিধিমালা ছিল না এবং বেশিরভাগ ইস্যুয়ারেই দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য ব্যাংকে যেতে হতো। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য পুঁজিবাজার হতে ইস্যুয়ার কোম্পানি কর্তৃক মূলধন সংগ্রহের নিমিত্ত এই বিধিমালাটি এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। উল্লেখ্য, এই বিধিমালা প্রণয়নের পর কোম্পানিসমূহ ডেট সিকিউরিটিজ ইস্যুর মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা উত্তোলন করেছে;

৫. **Bangladesh Securities and Exchange Commission (Research Analysis) Rules, 2013** প্রণয়ন করা হয়েছে। পুঁজিবাজার এর উপর গবেষণাকে একটি আইনী কাঠামোতে নিয়ে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা করার জন্য এই বিধিমালা জরুরি। এটি গবেষকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং তাদেরকে শৃঙ্খলায় আনতে সহায়তা করে। পুঁজিবাজার বিশ্লেষণ বিনিয়োগকারীদেরকে বিনিয়োগের আগেই কোনও সিকিউরিটির অন্তর্নিহিত মূল্য নির্ণয়ে এবং বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে;

৬. **Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015** প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিধিমিালা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড, প্রাইভেট ইক্যুইটি ফান্ড এবং ইম্প্যাক্ট ফান্ডসহ বিকল্প বিনিয়োগের নিবন্ধন এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযোজ্য। নিবন্ধিত তহবিল ব্যবস্থাপক এই বিধিমালার অধীনে ট্রাস্ট ফর্মে তহবিল গঠন করে স্টার্ট-আপ (start-up) ও ছোট মূলধনী কোম্পানিতে এই তহবিল বিনিয়োগ করছেন। ব্যাংক বা এনবিএফআই হতে কোনও স্টার্ট-আপ কোম্পানি এবং এসএমই কর্তৃক প্রাথমিক মূলধন বা তহবিল সংগ্রহ করা খুব কঠিন। বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল থেকে স্টার্ট-আপ এবং ছোট মূলধনী কোম্পানি কর্তৃক মূলধন বা তহবিল উত্তোলনের লক্ষ্যে এই বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;

৭. **Bangladesh Securities and Exchange Commission (Exchange Traded Fund) Rules, 2016** প্রণয়ন করা হয়েছে। ইটিএফ-এর গঠন, নিবন্ধন, সাবস্ক্রিপশন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধান অন্তর্ভুক্ত করে এই বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিধিমালা প্রণয়নের ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বল্প মূল্যে স্টক আকারে বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটির দ্রুত মালিকানা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হলো। এটি বাজারে নিয়োগকারীদেরকে নির্দিষ্ট এক্সপোজারের জন্য সহায়তা করবে;

৮. **বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিনিয়োগকারীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) বিধিমালা, ২০১৬** প্রণয়ন করা হয়েছে। এর পূর্বে ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে "জেনে ও বুঝে বিনিয়োগ করুন" শ্লোগান চালু করার জন্য কমিশনকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এই বিধিমালা বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বাড়াতে বিস্তারিত নির্দেশিকা এবং কর্মসূচি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করে। বিনিয়োগ শিক্ষা হলো অর্থের ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান। এটি একই সঙ্গে আর্থিক জালিয়াতি থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি আর্থিক সুরক্ষার জন্য পরিকল্পনার সুবিধা দেয়। গ্রাহকদেরকে আর্থিক বাজারের বিভিন্ন পণ্য এবং বিনিয়োগের উপযুক্ততা মূল্যায়নের জন্য বিনিয়োগ শিক্ষা প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা দেয়। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সচেতন করার জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার এবং সম্মেলনের মাধ্যমে আর্থিক পরিকল্পনা, বিনিয়োগের মূল বিষয়গুলি এবং সাধারণ জ্ঞানের আলোকপাত এবং বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগ শিক্ষা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়;

৯. **বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটেলমেন্ট) বিধিমালা, ২০১৭** প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্সচেঞ্জ হতে ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট কার্যক্রম পৃথক করার জন্য একটি স্বতন্ত্র সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিসিবিএল) কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, ইহা সেটেলমেন্ট ঝুঁকি হ্রাস করবে। সিসিবিএল প্রধানত প্রতিটি বিক্রেতার কাছে ক্রেতা এবং প্রতিটি ক্রেতার কাছে বিক্রেতা হয়ে কাজ করে। এর ভিত্তিতে সিসিবিএল এর কোনও সদস্য খেলাপি থাকেলও সিসিবিএল অন্য সদস্যদের নির্ধারিত দায় নিস্পত্তির নিশ্চয়তা দেয়। কাউন্টারপার্টি হতে কাউন্টারপার্টি খেলাপি হওয়ার বিস্তার হতে পারে এরূপ ঝুঁকি হ্রাস করার মাধ্যমে একটি দক্ষ ক্লিয়ারিং ব্যবস্থা পদ্ধতিগত ঝুঁকি হ্রাস করে;

১০. **Bangladesh Securities and Exchange Commission (Investment Sukuk) Rules, 2019** প্রণয়ন করা হয়েছে। সুকুক পণ্য ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন উত্তোলনের জন্য এই বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীদেরকে ইসলামী ফিন্যান্সের বিপুল সুযোগে আকৃষ্ট করা এবং তহিবল সংগ্রহের নিমিত্ত ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে এ বিধিমালা বিরাট সুযোগ প্রদান করবে। এই উদ্যোগটি পরিবেশবান্ধব প্রকল্পগুলির অর্থায়নে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার

ব্যবহারসহ পরিবেশ দূষণ প্রশমন সংক্রান্ত প্রচেষ্টার সমর্থনে ভূমিকা রাখবে। এটি পরিবেশ পরিবর্তনের ঋণাত্মক ঝুঁকি মোকাবেলায় ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার টেকসই ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক উপাদানগুলিও অনুসন্ধান করবে;

১১. **Bangladesh Securities and Exchange Commission (Exchange Traded Derivatives) Rules, 2019** প্রণয়ন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বাজারে ইনডেক্স ও বিভিন্ন সিকিউরিটিজের ডেরিভেটিভস প্রোডাক্ট আসলে বিনিয়োগ ঝুঁকি মোকাবিলায় Hedging পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে;

১২. **Bangladesh Securities and Exchange Commission (Short-Sale) Rules, 2019** প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিধিমালায় শর্ট সেল কাঠামো ও প্রক্রিয়া তথা নিষ্পত্তির ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে স্টক ডিলার এবং স্টক ব্রোকারদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। শর্ট সেল-এ একজন বিনিয়োগকারী কোনও ব্রোকারের কাছ থেকে কোনো সিকিডিরিটি ধার করে এই সমঝোতার মাধ্যমে যে, পরবর্তী সময়ে এই সিকিউরিটি কেনা হবে এবং ব্রোকারের কাছে ফেরত প্রদান করা হবে। শেয়ারটির মূল্য কমে গেলে বিনিয়োগকারী তা কম দামে ক্রয় করে ধারকৃত শেয়ার ফেরত দেয়ার মাধ্যমে লেনদেন করে অর্থ উপার্জন করতে পারে;

১৩. **Bangladesh Securities and Exchange Commission (Risk Based Capital Adequacy) Rules, 2019** প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান, তাদের বিনিয়োগকারী ও গ্রাহকদের সুরক্ষার পাশাপাশি একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ন্যূনতম রেগুলেটরি ও সার্বক্ষণিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তা আরোপ করতে এই বিধিমালা প্রণীত হয়েছে;

- বিদ্যমান বিধি-বিধান সংশোধন

১৪. **বিশেষ অডিট অন্তর্ভুক্ত করে Securities and Exchange Rules, 1987** সংশোধন করা হয়েছে, যা নিরীক্ষকের প্রতিবেদনের মান এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর উপর আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে;

১৫. **সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬** এর সংশোধন করা হয়েছে;

১৬. **সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০** সংশোধন করা হয়েছে;

১৭. **সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১** সংশোধন করা হয়েছে;

১৮. **Securities and Exchange Commission (Over-the-Counter) Rules, 2001** সংশোধন করা হয়েছে;

১৯. **Securities and Exchange Commission (Issue of Capital) Rules, 2001** সংশোধন করা হয়েছে;

২০. **ডিপজিটরি (ব্যহারিক) প্রবিধানমালা, ২০০৩** সংশোধন করা হয়েছে;

২১. **Securities and exchange Commission (Rights Issue) Rules, 2006** এর সংশোধন করা হয়েছে, যাতে অন্যান্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে, পূর্ববর্তী বছরে লাভের রেকর্ড, কোনও ইস্যুয়ার কোম্পানি যদি বাণিজ্যিক পরিচালনায় না থাকে এবং রাইট ইস্যুর পূর্ববর্তী তিন বছরে মুনাফা করতে না পারে তবে এই কোম্পানি অভিহিতমূল্যের বেশি মূল্যে রাইট শেয়ার ইস্যু করতে পারবে না, প্রিমিয়ামে রাইট অফারের জন্য ইস্যুয়ারের ক্রেডিট রেটিং প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং পাঁচ বছর বা প্রযোজ্য সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য লভ্যাংশ প্রদান করা সম্পর্কে নিরীক্ষকের প্রশংসাপত্র প্রয়োজন হবে;

২২. **এসআরও নং ২৬-আইন/২০১৪ এবং ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে গেজেট** প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০১৪ শিরোনামে পূর্বের সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা বাতিল করে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ১৬ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখের পত্র নং-৫৩.০০.০০০০.২৮.০০১.১৯-১৬৫ এর মাধ্যমে বিএসইসি'তে ১৮০টি (একশ আশি) নতুন কর্মচারীর পদ সৃষ্টি এবং কয়েকটি পদের বেতন গ্রেড উন্নীত করেছে। অধিকন্তু, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ১৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের পত্র নং-৫৩.০০.০০০০.৪২১.২৮.০০১-১৯-১৮৬ এর মাধ্যমে বিএসইসি'তে অফিস সহায়কদের ২৫টি (পঁচিশ) পদ সৃষ্টি করেছে;

২৩. **ভাল মৌল ভিত্তিসম্পন্ন সিকিউরিটিজের সরবরাহ বাড়ানোর জন্য, Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015** প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ফিক্সড প্রাইস পদ্ধতি, বুক-বিল্ডিং পদ্ধতি, দরখাস্ত জমা ও প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি, বুক-বিল্ডিং পদ্ধতির আওতায় কাট-অফ প্রাইস (cut off price) নির্ধারণে ইলেকট্রনিক বিডিং এর মাধ্যমে ডাচ অকশন, আন্ডার রাইটিং, অফারযোগ্য সিকিউরিটিজের বণ্টনের কোটা, শেয়ারের লক-ইন, প্রসপেক্টাসে প্রকাশের বিষয়সমূহ

এবং অনুমোদন ও জারিকরণ প্রক্রিয়া পরিবর্তন বা সংযোজন করে এই বিধিমালা সংশোধন করা হয়েছে;

২৪. **বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বাজার সৃষ্টিকারী) বিধিমালা, ২০১৭** শিরোনামে পূর্বের সংশ্লিষ্ট বিধিমালার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;

২৫. **বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০১৮** শিরোনামে পূর্বের সংশ্লিষ্ট বিধিমালা এর পরিবর্তে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;

২৬. **Bangladesh Securities and Exchange Commission (Qualified Investor Offer by Small Capital Companies) Rules, 2018** প্রণয়ন করা হয়েছে। স্বল্প পুঁজির কোম্পানি যার পরিশোধিত মূলধন ৫০ (পঞ্চাশ) মিলিয়ন টাকা হতে ৩০০ (তিনশ) মিলিয়ন টাকার নিচে, তা এই বিধিমালার আওতায় স্থির মূল্যে বা বুক-বিল্ডিং পদ্ধতির মাধ্যমে তহিবল সংগ্রহ করতে পারে। স্বল্প মূলধনী কোম্পনিসমূহ সিকিউরিটি ইস্যু করে স্মল ক্যাপ প্ল্যাটফর্মে তালিকাভুক্তি ও ব্যবসায়ে বিনিয়োগের মাধ্যমে তারল্য ঘাটতি পূরণ করতে পারে;

২৭. **Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015** শিরোনামে পূর্বের সংশ্লিষ্ট Regulations এর পরিবর্তে নতুন Regulations প্রণয়ন করা হয়েছে;

২৮. **Chittagong Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015** শিরোনামে পূর্বের সংশ্লিষ্ট Regulations এর পরিবর্তে নতুন Regulations প্রণয়ন করা হয়েছে;

- **অন্যান্য সংস্কার/অগ্রগিত**

২৯. **২০১১ সালের মে মাসে নতুন কমিশন** গঠিত হবার পরে গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় অর্থমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পুঁজিবাজারের অংশীজনদের নিয়ে একটি সভা আহ্বান করেন, যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য ৯০০ কোটি টাকার একটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। আইপিওতে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য ২০% কোটাসহ প্রণোদনা প্যাকেজটি ২০১৩ সালের ১৯ আগস্ট হতে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে;

৩০. **২৭ জুলাই ২০১১ তারিখে, কোন ইস্যুয়ার কোম্পানি কর্তৃক কোন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্মকে ধারাবাহিকভাবে ০৩ (তিন) বছরের বেশি নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ না করার বিধান** প্রণয়ন

করা হয়েছে। নিরীক্ষক এর গ্রাহক কোম্পানি হতে স্বতন্ত্র হবে, যাতে নিরীক্ষার মতামত তাদের মধ্যে কোনও সম্পর্কের দ্বারা প্রভাবিত না হয়। আর্থিক বিবরণী সম্পর্কে শেয়ারহোল্ডারদের নিকট নিরেপক্ষ ও সৎ পেশাদারী মতামত দেয়ার ক্ষেত্রে নিরীক্ষকগণের জন্য এটি নিয়ামক হিসাবে কাজ করবে;

৩১. **কমিশনের নির্দেশনা ও তদারকিতে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ কর্তৃক জুলাই ২০১১-তে Corporate Finance বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে**, যা তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং পরিচালনা পদ্ধতির উন্নতি করবে ও সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষা করবে;

৩২. **আইপিও'র পূর্বে,** কোন কোম্পানি জনগণের পরিবর্তে কিছু নির্বাচিত বিনিয়োগকারীর কাছে শেয়ার বিক্রি করতো। এমন কতজন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছে শেয়ার বিক্রি করা হবে এর কোনও সীমা ছিল না এবং এতে প্রাইভেট প্লেসমেন্টে শেয়ারের বিক্রয়মূল্য অভিহিতমূল্যের চেয়ে অনেক বেশি হতো এবং এর ফলে একটি কার্ব মার্কেট তৈরি হয়েছিল। ওই শেয়ার গুলিতে বিনিয়োগকারীগণ সরল বিশ্বাসে বিনিয়োগ করে সেকেন্ডারি মার্কেটে ভাল মুনাফা প্রত্যাশা করছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু কোম্পানি কখনও আইপিও এর জন্যে কমিশন আবেদন করেনি বা নিয়ন্ত্রণ সংস্থার অনুমোদন পায়নি। ইহা কিছু বিনিয়োগকারীর ফুলে ফেপে উঠা বা নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ২ অক্টোবর ২০১১ তারিখের নোটিফেকশন অনুযায়ী, আইপিও'র পূর্বে বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারগণ ব্যতীত কর শনাক্তকরণ নম্বর থাকা অনধিক একশত (১০০) বিনিয়োগকারীর (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা উভয়) নামে শেয়ার ইস্যু করা যেতে পারে। শেয়ার অফার করার জন্য কোনো কোম্পানিকে অফার ডকুমেন্ট/ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম (আইএম) সহ মার্চেন্ট ব্যাংকারের মাধ্যমে কমিশন আবেদন করতে হবে।

সেই হিসাবে, কমিশন ১৯ জুন ২০১৯ পর্যন্ত কোনও প্রিমিয়াম বিবেচনা না করে সমান বা অভিহিতমূল্যে শেয়ার ইস্যু করার সম্মতি দিয়েছে। এই নোটিফেকশনটি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে এবং প্রাইভেট প্লেসমেন্টের অধীনে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত ইস্যুয়ার কোম্পানিসহ সংশ্লিষ্টদের অনিয়ম বন্ধ করেছে। পরবর্তী সময়ে, মূলধন উত্তোলন প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য এবং বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি সিকিউরিটি ইস্যুয়ার ব্যতীত সকল ইস্যুয়ার বা কোম্পানিকে ইক্যুইটি সিকিউরিটি ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন উত্তোলনের ক্ষেত্রে Securities and Exchange Ordinance 1969, এর ধারা 2A (2)(a) এর বিধান হতে অব্যাহতি দেয়;

৩৩. **২২ নভেম্বর ২০১১ তারিখের নোটিফেকশন অনুযায়ী,** স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানির সকল উদ্যোক্তা/প্রোমোটার এবং পরিচালকগণ সর্বদা কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ৩০% (ত্রিশ শতাংশ) শেয়ার ধারণ করবেন। ৩০% এর কম শেয়ার ধারণকারী উদ্যোক্তা/প্রোমোটার এবং পরিচালকগণ এই নোটিফেকশন প্রদানের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বাকি পরিমাণ শেয়ার অর্জন করতে পারবেন এবং কোন কোম্পানির স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত অন্য পরিচালক পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ২% (দুই শতাংশ) শেয়ার ধারণ করবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট পরিচালকের পদে নৈমিত্তিক শূন্যতা সৃষ্টি হবে। এর ফলে শেয়ারহোল্ডিং বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণের কোম্পনির প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাজারে শেয়ারের ফ্রি ফ্লোট সংখ্যা কমেছে যা চাহিদার তুলনায় সরবরাহকে হ্রাস করে বাজারকে স্থিতিশীল করতে সহায়তা করছে;

৩৪. **২৩ নভেম্বর ২০১১ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী,** মার্চন্ট ব্যাংকার ও সাবসিডিয়ারিসমূহের তহবিল সর্বনিম্ন ৫১% প্যারেন্ট কোম্পানি থেকে এবং অবশিষ্ট অংশ অন্য যে কোন তহবিল থেকে সংগ্রহ করতে পারবে;

৩৫. **২৩ নভেম্বর ২০১১ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী,** বৈদেশিক প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ-নিবাসী বাংলাদেশিদের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ থেকে অর্জিত লাভের উপর আরোপিত ১০% Capital Gain Tax প্রত্যাহার করা হয়;

৩৬. **কমিশনের সুপারিশক্রমে ২৩ নভেম্বর ২০১১ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী,** শেয়ার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যাংক এর কোন সাবসিডিয়ারি কোম্পানিকে উক্ত ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মূলধন ঐ ব্যাংকের 'exposure to capital market' হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গণ্য না করার বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে;

৩৭. **২৩ নভেম্বর ২০১১ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী,** পুঁজিবাজারে ব্যাংক এর বিনিয়োগ উদ্ভুত কোন ক্ষতির জন্য প্রভিশন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে gain/loss net off করে provision সংরক্ষণ করা যাবে। উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে পূর্বে শুধু net loss কে বিবেচনায় নেয়া হত;

৩৮. **কমিশনের সুপারিশক্রমে** শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্রোকারেজ কমিশন হিসেবে লেনদেন মূল্যের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার ০.১০% থেকে হ্রাস করে ০.০৫% নির্ধারণ করা হয়েছে;

৩৯. **০৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ হতে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অভিহিতমূল্য ১০.০০ (দশ) টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে।** ইহা বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কোম্পানিসমূহের আর্থিক তথ্য বিশ্লেষণ এবং তুলনা করতে সহায়ক হয়েছে। অধিকন্তু, শেয়ারের সংখ্যা বাড়লেও ইপিএস না বাড়ার

ফলে একটি নির্দিষ্ট তারিখে তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলির অভিন্ন অভিহিতমূল্য থাকার কারণে বাজার হতে অতিরিক্ত সুবিধা অর্জন রোধ হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সিকিউরিটিজ স্প্লিট (split) করার ফলে বিনিয়োগকারীগণ বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হতেন ফলে সিকউরিটিজের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতেন। বেশি অভিহিতমূল্যের সিকউরিটিজের তুলনায় কম অভিহিতমূল্যের সিকউরিটিজের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা এর ফলে হ্রাস পেয়েছে;

৪০. **বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতার লক্ষ্যে** ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইহা বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে;

৪১. **পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৬ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ১০ বছরের (২০১২-২০২২) মাস্টার প্ল্যান (Master Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে।** একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজারের বিকাশের জন্য এবং পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা অর্জন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এই ১০ বছরের মাস্টার প্ল্যান গ্রহণ করে। এই মাস্টার প্ল্যানে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

(ক) বিএসইসি'র কাজের ও আর্থিক স্বাধীনতা, সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ, কর্মচারীদের সংখ্যা ও গুণগতমান উন্নীতকরণ এবং এর পদ্ধতিগুলিকে (তথ্য এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ) শক্তিশালীকরণ;

(খ) পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিধি-বিধান শক্তিশালীকরণ;

(গ) আর্থিক বাজারের অবকাঠামো উন্নীতকরণ;

(ঘ) বাজারে নতুন পণ্যের (উদাহরণ: কর্পোরেট বন্ড, সম্পদভিত্তিক সিকিউরিটিজ এবং ডেরিভেটিভস ইত্যাদি) সুশৃঙ্খল ও টেকসই অন্তর্ভুক্তির জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা;

(ঙ) পুঁজিবাজারে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের (উদাহরণ: মিউচ্যুয়াল ফান্ড, বীমা কোম্পানি, পেনশন তহবিল) সুশৃঙ্খল ও টেকসই অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা;

পুঁজিবাজারের স্বার্থে আইনী ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম, বন্ড মার্কেট, আর্থিক বাজার অবকাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, ডেরিভেটিভস, সিকিউরিটাইজেশন এবং কর ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) মাস্টার প্ল্যান অনুসারে বেশ কিছু নীতিগত কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছে;

৪২. **সিকিউরিটিজ বাজারে আস্থা নিশ্চিত করা এবং আপত্তিজনক, কারসাজিমূলক বা অবৈধ লেনদেন সম্পর্কে সুষ্ঠুভাবে নজরদারির লক্ষ্যে,** বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আধুনিক সমন্বিত সার্ভেইল্যান্স সফ্টওয়্যার ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ সনে স্থাপন করেছে। সতর্কতা প্রদানের মাধ্যমে এবং লেনদেনে কারসাজি সনাক্ত করে নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করে বাজারে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সহায়তা করছে, ফলে ক্রেতা এবং বিক্রেতারা লেনদেনের স্বচ্ছতার প্রতি আস্থা রেখে ব্যবসা করছে;

৪৩. **Non-Discretionary Portfolio Management**-এর ক্ষেত্রে অমনিবাস হিসাব থেকে গ্রাহকের পৃথক বিও হিসাব-এ রূপান্তরের নিমিত্ত ৩০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে;

৪৪. **আইপিও প্রক্রিয়াতে সময় এবং ঝামেলা হ্রাস করার জন্য,** ব্যাংকের পরিবর্তে বাজার মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে আইপিও আবেদনের প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে;

৪৫. **বিএসইসি'র নির্দেশে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আন্তর্জাতিক মানের সূচক প্রবর্তন করা হয়েছে,** যা সিকিউরিটির মূল্য পরিবর্তনের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটায়। ডিএসই'তে ২৮ জানুয়ারি ২০১৩ তরিখে এবং সিএসই'তে ১২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে পূর্বের Index এর অসংগতি দূরীকরণের লক্ষ্যে নতুন Index প্রবর্তন করা হয়েছে;

৪৬. **মে ০২, ২০১৩ তারিখে প্রণীত এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩** -এর ভিত্তিতে ২১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে স্টক এক্সচেঞ্জেসসমূহ ডিমিউচ্যুয়ালাইজড হয়েছে;

৪৭. **বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর নিজস্ব অর্থায়নে শের-ই-বাংলা নগরে কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে**। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে উক্ত ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে উহার উদ্বোধন করেন;

৪৮. **বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ১৯৯৫** সাল থেকে সিকউরিটিজ মার্কেটসমূহের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান International Organization of Securities Commissions (IOSCO) এর সাধারণ সদস্য ছিল। পরবর্তীতে IOSCO এর সকল শর্তাদি পরিপালন করে ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন IOSCO এর পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করত Appendix B হতে Appendix A তে উন্নীত হয়েছে, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য সকল উন্নত বাজার অন্তর্ভুক্ত আছে। এর ফলে বিএসইসি IOSCO এর নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে;

৪৯. **কমিশনের অনুরোধক্রমে, পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য** সরকার ০৭ জানুয়ারি ২০১৪ এ বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। ইহা সিকিউরিটিজ আইন প্রয়োগ ও বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দু'টি প্রধান সমস্যার সমাধান করেছে, যথা-সাধারণ আদালতের ডকেটে প্রচুর মামলা থাকে, ফলে মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর মামলাগুলির শুনানি হয় না;

৫০. **বিএসইসি, IOSCO এর 'B' হতে 'A' ক্যাটাগরিতে উন্নীত হওয়ার কারণে** ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিএসইসি'কে সংবর্ধনা এবং ক্রেস্ট প্রদান করেন;

৫১. **তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের রেজিস্টার্ড অফিস** যে শহরে বা এলাকায় অবস্থিত সে স্থানে উহাদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে ১৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে;

৫২. **কমিশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব ফরহাদ আহমেদ IOSCO (আইওএসকো) এর সাথে বিএসইসি'র সমঝোতা স্বাক্ষরের পরে IOSCO এর এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশন এ্যাডভাইজর (Enforcement and Cooperation Advisor)** হিসেবে সেকেন্ডমেন্ট পলিসি (Secondment Policy) -এর আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি IOSCO -এর হেডকোয়ার্টার স্পেনের মাদ্রিদে তিন বছরের জন্য অর্থাৎ ১৯ জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক সংস্থায় একজন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিতে পারা বিএসইসি'র জন্য অনেক বড় সম্মানের, যা খুবই প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং যেখানে শক্তিশালী পেশাগত দক্ষতা ও অঙ্গীকারের প্রয়োজন;

৫৩. **সরকারের সাথে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অবিরাম চেষ্টার ফলে জাতীয় সংসদ ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন (এফআরএ) পাস করে** এবং এই আইনের অধীনে ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (এফআরসি) গঠন করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো নিরপেক্ষ, বিশ্বাসযোগ্য, পক্ষপাতমুক্ত এবং ভুল তথ্যবিহীন আর্থিক বিবরণীর উপস্থাপনা করা। অন্য আরেকটি উদ্দেশ্য হলো আর্থিক বিবরণীর উপর নিরপেক্ষ ও সৎ পেশাদারি মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে নিরীক্ষকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ সুরক্ষা করা। আর্থিক প্রতিবেদন ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিরীক্ষণ, আর্থিক ও অ-আর্থিক প্রতিবেদন সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা আনতে এবং নিরীক্ষণ কার্যের বিশ্বস্ততা এবং নিরীক্ষণ প্রতিবেদনের মান উন্নত করতে ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ;

৫৪. **০৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩** এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে;

৫৫. **পুঁজিবাজার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে** বিএসইসি'তে ১৭ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে উহার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;

৫৬. **বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও কারিগরি সহযেগিতা প্রদানের লক্ষ্যে** ২২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;

৫৭. **গ্রামীণ ওয়ান এর ফাস্ট স্কীম গ্রামীণ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান এবং এইমস ফাস্ট গ্যারান্টিড মিউচ্যুয়াল ফান্ড** -এর মেয়াদ শেষে অবসায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়েছে;

৫৮. **প্রথম আইসিবি থেকে অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড পর্যন্ত মোট ৮টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড** -এর মেয়াদ শেষে কনভারশন এর মাধ্যমে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি ফান্ডে রূপান্তর সম্পন্ন হয়েছে;

৫৯. **নারী বিনিয়োগকারীদের জন্য** আলাদাভাবে ইনভেস্টরস এডুকেশন প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে;

৬০. **মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ সম্পর্কে একটি আদেশ জারি করা হয়েছে,** যা ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এই আদেশ অনুসারে, সকল তালিকাভুক্ত কোম্পানি কোন মূল্য সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের বা এরূপ তথ্য জানার আধা ঘন্টার মধ্যে লিখিতভাবে বিএসইসি এবং এক্সচেঞ্জগুলিকে জানাবে এবং তদনুযায়ী একটি বহুল প্রচারিত বাংলা ও একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় এবং একটি ওয়েব পোর্টালে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই তথ্য প্রকাশ করবে;

৬১. **পূর্বে এক্সচেঞ্জ একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিল এবং ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশনের পর ইহা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়**। ফলে এক্সচেঞ্জ বেশিরভাগ ব্রোকার সদস্য দ্বারা মালিকানাধীন একটি সত্তা থেকে শেয়ারহোল্ডারদের মালিকানাধীন একটি লাভজনক কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং উহার মালিকানার অধিকার হতে লেনদেনের অধিকার পৃথক হয়। এ কারণে নতুন শেয়ারহোল্ডারদের নিকট এক্সচেঞ্জকে লাভজনক এবং আকর্ষণীয় করে তোলা দরকার। ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশনের প্রাথমিক পর্যায়ে মুনাফা অর্জন করা দুরূহ বিধায় একটি শুভ সূচনা করার জন্যে এবং নতুন বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে এক্সচেঞ্জ কর মওকুফ চায়। এ লক্ষ্যে, এক্সচেঞ্জ কমিশনের মাধ্যমে সরকারের নিকট পাঁচ বছরের কর মওকুফের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ জানায়। ফলে, এনবিআর কর্তৃক জারিকৃত ২৬ জুন ২০১৪ তারিখের এসআরও নং-১৫৭-আইন/আয়কর/২০১৪ অনুযায়ী, ০১ জুলাই ২০১৪ থেকে এক্সচেঞ্জকে ক্রমহ্রাসমান হারে পাঁচ বছরের জন্য কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু, এনবিআর ২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের এসআরও নং-১০৯-আইন/আয়কর/২০১৬ অনুযায়ী,

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য কর অব্যাহতির হারকে ৮০% থেকে ১০০% -এ সংশোধন করেছে;

৬২. **বিনিয়োগকারীদের বিও হিসাবে ডেবিট/ক্রেডিট হলে বিনাফি'তে তাৎক্ষণিকভাবে এসএমএস বার্তা প্রেরণ চালু করা হয়েছে**। এক্ষেত্রে সিডিবিএল সুবিধাভোগী মালিক (বিও) হিসাবধারীকে তার হিসাবে সংঘটিত দৈনিক ডেবিট-ক্রেডিট লেনদেনের বিশদ বিবরণ সম্বলিত এসএমএস সতর্কতা সরবরাহ করে। জালিয়াতির মাধ্যমে সিকিউরিটির স্থানান্তর হ্রাস করতে ইহা সহায়ক হয়েছে;

৬৩. **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেছেন**। বর্তমানে বিএসইসি দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, কেননা বিনিয়োগ সংক্রান্ত জ্ঞানই বিনিয়োগকারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুঁজি;

৬৪. **দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য** বিএসইসি'তে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;

৬৫. **গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হিসাবে বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকউরিটিজ মার্কেট (বিএএসএম) ০৫ মে ২০১৯ তারিখে নিবন্ধিত হয়েছে**। বিএএসএমের মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে কর্মচারী ও বাজার মধ্যস্থতাকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং বিভিন্ন নির্ধারিত শ্রেণীর জন্য দেশব্যাপী আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচি ছড়িয়ে দেওয়া;

৬৬. **১৪ মে ২০১৮ তারিখের চুক্তি অনুসারে**, চীনা কনসোর্টিয়াম (শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জ সমন্বিত) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ২৫% শেয়ার ক্রয় করেছে। এই কনসোর্টিয়ামটি ডিএসইর উন্নয়নে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করছে;

৬৭. **ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশ স্কিম, ২০১৩ অনুসারে** এক্সচেঞ্জের ২৫% শেয়ার বিক্রি করা উহার ব্যবস্থাপনার জন্যে বাধ্যতামূলক ছিল। এ প্রেক্ষিতে, কৌশলগত বিনিয়োগকারী চীনা কনসোর্টিয়ামের নিকট হতে ২৫% শেয়ার বিক্রি বাবদ ডিএসই ৯৪৭ কোটি টাকা পায় এবং উহার ২৩৭ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করে। এ ক্ষেত্রে, কমিশনের অভিমত ছিল যে ইহা বাজারে নগদ অর্থ প্রবাহ বাড়ানোর পাশাপাশি সরকারকে আরও বেশি কর আদায় করতে সহায়তা করবে। পরবর্তীতে, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিক্রয় আয়ে মূলধন লাভের উপর কর কমাতে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ডিএসই'র বেশিরভাগ শেয়ারহোল্ডার কমিশনকে অনুরোধ করেন। ফলে, কমিশন সরকারকে এ অনুরোধ করে। কমিশনের অনুরোধে,

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের পরামর্শক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এই মর্মে এসআরও জারি করে যে, ডিএসই'র ২৫% শেয়ার বিক্রির বিপরীতে চীনা কৌশলগত বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ সর্বনিম্ন তিন বছরের জন্য পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করা হলে আয়কর ১৫% -এর পরিবর্তে ৫% হবে;

৬৮. **সংখ্যলঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইনস, ২০১২** সংশোধন করে নন কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড, ২০১৮ জারি করা হয়েছে। কোম্পানির বোর্ড গঠন ও উন্নয়ন, পারিশ্রমিক, জবাবদিহিতা, অডিট এবং শেয়ারহোল্ডারদের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড মান নির্ধারণ করে। কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডের মূল লক্ষ্য হলো তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে সুশাসন নিশ্চিত করে শেয়ারহোল্ডারদের অধিকারকে শক্তিশালী করা এবং শেয়ারহোল্ডারদেরকে ইনসাইডার যেমন: ম্যানেজার বা প্রভাবশালী শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ শোষণ থেকে রক্ষা করা;

৬৯. **আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতি ও উহা প্রকাশের শর্তাবলি সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন** ২০ জুন ২০১৮ তারিখে জারি করা হয়েছে;

৭০. **বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর ২৫ বছর পুর্তি** উপলক্ষে ১২-১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রজতজয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি;

৭১. **International Organization of Securities Commissions (IOSCO) কর্তৃক নির্ধারিত 'বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ, ২০১৭'**, ০২-০৮ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে প্রথমবারের মতো বিভিন্ন দেশে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয়েছে। বিনিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিসহ বিএসইসি সপ্তাহটি উদযাপন করে। এ সময় থেকে প্রতিবছর বিএসইসি এই সপ্তাহ পালন করছে;

৭২. **মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড (Close-end Mutual Fund) এর মেয়াদ পুনঃনির্ধারণ** করা হয়েছে;

৭৩. **সরকারি দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী পুঁজিবাজার সম্পর্কিত তথ্যের বিনিময় ত্বরান্বিত করতে** বিএসইসি External Data Request Processing (EDRP) চালু করেছে;

৭৪. **কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের প্রভিডেন্ড ফান্ড** কোন মিউচ্যুয়াল ফান্ডের উদ্যোক্তা হতে পারবে না মর্মে ২৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে আদেশ জারি করা হয়েছে;

৭৫. **৮ মে ২০১৮ তারিখের নির্দেশ অনুসারে**, শেয়ার লক-ইন করার বিধানটি প্রসপেক্টাস জারির তারিখের পরিবর্তে পুঁজিবাজারে প্রথম ট্রেডিং দিন থেকে গণনা করা হবে। কোনও কোম্পানির নতুন ইস্যু করা পাবলিক শেয়ারের লক-ইন এর এই সময় বাজারে তালিকাভুক্তির পর শেয়ারের দাম স্থিতিশীল করতে সহায়তা করছে;

৭৬. **১৫ মে ২০১৯ তারিখে সিডিবিএলের Central Depository সিস্টেমের জন্য ব্লক মডিউল চালু করা হয়েছে**। এই নির্দেশনার ফলে, তালিকাভুক্ত কোম্পানি উহার উদ্যোক্তা, পরিচালক, প্লেসমেন্ট শেয়ারহোল্ডারদের এবং সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি উহার অধীন পরিচালিত মিউচ্যুয়াল ফন্ডের উদ্যোক্তাদের ও প্লেসমেন্ট শেয়ারহোল্ডারদের ইউনিট, CDBL এর ব্লক মডিউল ব্যবহার করে ব্লক করে রাখবে। এই মডিউলটি লক-ইন সময়ের মধ্যে লক সিকিউরিটির কোনও হস্তান্তর বন্ধ করতে সহায়ক হয়েছে;

৭৭. **উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণের কোম্পানির প্রতি দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে এবং বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে**, তলিকাভুক্ত কোন কোম্পানির স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত অন্যান্য পরিচালকগণের ২% শেয়ার ধারণ এবং পরিচালক ও উদ্যোক্তাগণ সম্মিলিতভাবে ৩০% শেয়ার ধারণ সংক্রান্ত পূর্বের আদেশকে আরও স্পষ্ট করে এবং নতুন শর্তাদি সংযোজন করে ২১ মে ২০১৯ তারিখে নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে;

৭৮. **তালিকাভুক্ত কোম্পানি কোন যৌক্তিক কারণ (যেমনঃ কোম্পানির Balancing Modernization, Rehabilitation and Expansion)** ব্যতীত বোনাস শেয়ার ঘোষণা করতে পারবে না এবং ঘোষণার সময় মূল্য সংবেদনশীল তথ্য হিসেবে উক্ত কারণ প্রকাশ করতে হবে মর্মে ২৩ মে ২০১৯ তারিখে নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে। অধিকন্তু, বোনাস শেয়ার মূলধন রিজার্ভ বা revaluation রিজার্ভ বা কোনও অবাস্তব লাভ বা কোম্পানির তলিকাভুক্ত হওয়ার পূর্বে অর্জিত লাভ বা ঘোষিত মূলধন হ্রাস করার মাধ্যমে বা কোনও অন্য উপায়ে ঘোষণা করা হয় না যাতে ডিভিডেন্ড পরবর্তী রক্ষিত আয় নেতিবাচক হয়ে যায়;

৭৯. **মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের বিপরীতে লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষেত্রে পুনঃবিনিয়োগ (Reinvestment) পদ্ধতি** বাতিল করে ১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে আদেশ জারি করা হয়েছে। লভ্যাংশ, আয়ের উৎস হিসাবে বা উহা আরও শেয়ার কেনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বেশিরভাগ বিনিয়োগকারী সাধারণত নগদ লভ্যাংশ পাওয়ার আশায় মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট ক্রয় করে থাকেন এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডে পুনঃবিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগকারীগণ

নগদ লভ্যাংশ পেতে আগ্রহী হন। এই আদেশ বিনিয়োগকারীদেরকে মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করবে;

৮০. **কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য** পুনরায় ৮৫৬ টাকা টাকার পুন:অর্থায়ন ফান্ড গঠন করেছে, যা বিএসইসি, বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবি এর যৌথ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ লক্ষ্যে সরকার পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ৯০০ কোটি টাকার ফান্ড গঠন করেছিল;

৮১. **আইপিও এবং তালিকাভুক্ত ব্যতীত অন্য সকল কোম্পানি কর্তৃক** ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন উত্তোলনের ক্ষেত্রে কমিশনের সম্মতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান করে ২০ জুন ২০১৯ তারিখে আদেশ জারি করা হয়েছে। এর ফলে প্রাইভেট অফারের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ সহজ হয়েছে ও জটিলতা হ্রাস পেয়েছে এবং ইহা বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে;

৮২. **আইপিও এবং রাইটস ইস্যুর কতিপয় শর্তাদি সম্পর্কিত নোটিফিকেশন** ২০ জুন ২০১৯ তারিখে জারি করা হয়েছে। এই নোটিফিকেশনের ফলে, তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানি আইপিওর মাধ্যমে প্রাপ্ত তহবিলের ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) এর বেশি ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যবহার করতে পারবে না। অন্যদিকে, তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানি আইপিও'র প্রসপেক্টাস প্রকাশের তারিখ থেকে ২ (দুই) বছরের মধ্যে এবং আইপিও বা পূর্ববর্তী রাইটস ইস্যু বা রিপিট পাবলিক অফারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তহবিলের পূর্ণ ব্যবহারের পূর্বে রাইটস শেয়ার ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। অধিকন্তু, কোনও স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে তালিকাচ্যুত এবং / অথবা ওভার-দ্য কাউন্টার (ওটিসি) এর মাধ্যমে লেনদেন করা কোনও সিকিউরিটি ইস্যুয়ার পুনরায় তালিকাভুক্তির পরে ০৩ (তিন) আর্থিক বছর শেষ হওয়ার পূর্বে রাইটস শেয়ার ইস্যু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না;

৮৩. **APEC Financial Regulators Training Initiative** -এর অংশ হিসাবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক যৌথভাবে ৮-১০ জুলাই ২০১৯ সময়ে বিনিয়োগ শিক্ষা এবং বিনিয়োগকারী সুরক্ষা সম্পর্কিত একটি আঞ্চলিক সেমিনার এর আয়োজন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি;

৮৪. **পুঁজিবাজার সম্পর্কিত কতিপয় আইন, বিধি-বিধান** সঠিকভাবে বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিপালন করেছে কিনা, তা তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে জুলাই ২০১৯ হতে কমিশনের Online Report Submission Platform (ORSP) -এর মাধ্যমে প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর ফলে সময় এবং কাগজ সাশ্রয়ের পাশাপাশি জটিলতা হ্রাস পেয়েছে;

৮৫. **বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে এবং সহজেই অভিযোগ জমা দেওয়ার লক্ষ্যে** সম্প্রতি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অনলাইনভিত্তিক Customer Complain Address Module (CCAM) চালু করেছে। সিসিএএম হলো একটি অনলাইন অভিযোগ পরিচালনা ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে দুর্নীতি নির্মূল ও সময় সাশ্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সমস্যার সমাধান করা হয়। সিসিএএম হলো গ্রাহকদের অভিযোগের মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ ও সমাধানের একটি কৌশল;

৮৬. **যোগ্য বিনিয়োগকারীদের তারল্য সরবরাহের জন্য** উভয় এক্সচেঞ্জে পৃথক এসএমই প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের কোম্পানি এবং সম্ভাব্য উচ্চ প্রবৃত্তির স্টার্ট-আপ কোম্পানিকে তহবিল সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এক্সচেঞ্জের এসএমই প্ল্যাটফর্ম এসএমইদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে যার ইস্যু পরবর্তী পরিশোধিত মূলধন ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা বা এর কম;

৮৭. **স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটির মূল্যের উপর সার্কিট ব্রেকার সম্পর্কিত আদেশ** ১৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ জারি করা হয়েছে। এই আদেশ অনুসারে, কোন সিকিউরিটির ঊর্দ্ধমুখী বা নিম্নমুখী মূল্য পরিবর্তনের সীমা হবে উহার রেফারেন্সমূল্য বা পূর্ববর্তী দিন শেষে মূল্যের ৩.৭৫% থেকে ১০% পর্যন্ত। অধিকন্তু, কোনও নতুন তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির সার্কিট ব্রেকার প্রথম দুই ট্রেডিং দিবসের জন্য ৫০% এবং পরে নিয়মিত হার প্রযোজ্য হবে। এর ফলে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির মূল্য পরিবর্তনে অস্বাভাবিকতা হ্রাস পেয়েছে এবং বাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর শেয়ারের দাম স্থিতিশীল হতে সহায়ক হয়েছে;

৮৮. **Ease of Doing Business -এর চাহিদা অনুযায়ী** ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে তিনটি নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে, ইহা বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে;

৮৯. **০২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে নিরীক্ষকগণের একটি প্যানেল অনুমোদন করা হয়েছে।** তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুয়ার কোম্পানিসমূহের তহবিল যথাযথভাবে ব্যবহার সম্পর্কে বিনিয়োগকারী এবং ঋণদাতাদের আস্থা সৃষ্টিতে ইহা সহায়তা করবে। আর্থিক বিবরণী এবং নথিপত্র কোম্পানির সত্যিকারের আর্থিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে কিনা তা, আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করে এবং হিসাবের নথিপত্র পরীক্ষা করে নিরীক্ষকগণ নির্ধারণ করতে পারেন;

৯০. **অ-তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি এবং ডেট (debt) সিকিউরিটির বিনিয়োগকারীদের তারল্য সরবরাহের জন্য,** বিএসইসি এবং এক্সচেঞ্জগুলি ওটিসি মার্কেটের পরিবর্তে বিকল্প ট্রেডিং বোর্ড (এটিবি) প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন দেশের শেয়ার বাজারে অ-তালিকাভুক্ত সিকিউরিটি, বন্ড, ডিবেঞ্চার, সুকুক এবং ওপেন-এন্ড মিউচ্যুয়াল

ফান্ডের মতো নতুন পণ্য অন্তর্ভুক্তির সুবিধার্থে Alternative Trading System Rules -এর অনুমোদন করেছে;

৯১. **বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় এবং আস্থা বাড়াতে বিএসইসি কর্তৃক কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে**। ২০২০ সালের শুরু থেকেই বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে শেয়ারের মূল্য পরিবর্তনে অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারল্য সংকটসহ নানাবিধ সমস্যার পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারী সম্পর্কিত উদ্বেগের কারণে অন্যান্য বৈশ্বিক বাজারগুলির মতো বাংলাদেশের বাজারেও সামগ্রিকভাবে মূল্য হ্রাসের প্রবণতা দেখায়। এ প্রেক্ষিতে, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা ও সচেতন করতে বিএসইসি পুঁজিবাজারের উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছে:

(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সরকারের সাথে আলোচনাক্রমে:

- পুঁজিবাজারে ব্যাংক ও এনবিএফআইয়ের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা;
- মার্চেন্ট ব্যাংকার এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য স্বল্প সুদের তহবিল নিশ্চিত করা;
- আইসিবি'র বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- বাজারে আস্থা ফিরে আনার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- পুঁজিবাজারে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া; এবং
- বাজারে ভাল শেয়ারের সরবরাহ বাড়ানোর জন্য মানসম্পন্ন বহুজাতিক ও সরকারি কোম্পানিকে তালিকাভুক্ত করা;

(খ) সাধারণ বিনিয়োগকারী কর্তৃক আতংকিত হয়ে শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করার নিমিত্ত তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির বাজার লেনদেনে প্রারম্ভিকমূল্য সম্পর্কে সরকারের নির্দেশ মোতাবেক কমিশন ১৯ মার্চ ২০২০ তারিখে একটি আদেশ জারি করেছে। বাজার লেনদেনে কোনো সিকিউরিটির প্রারম্ভিকমূল্য হবে ১৯ মার্চ ২০২০ তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৫ (পাঁচ) লেনেদন দিবসে উক্ত সিকিউরিটির সর্বশেষ মূল্যের গড়;

(গ) বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রভাব এবং কোম্পানির এজিএম বা ইজিএম এ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইহা ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকির প্রেক্ষিতে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের প্রস্তাব বিবেচনা করে কমিশন, পাবলিক ভেন্যুতে শারীরিকভাবে সরাসরি উপস্থিত হয়ে এজিএম বা ইজিএম পরিচালনার পরিবর্তে ওয়েবিনার/টেলিকনফারেন্স/ইলেকট্রনিক ডিভাইসের যে কোনো উপায়ে এজিএম বা ইজিএম পরিচালনার অনুমতি দিয়েছে;

(ঘ) পুঁজিবাজার সম্পর্কিত কতিপয় আইন, বিধি-বিধান সঠিকভাবে বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিপালন করছে কিনা, তা তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে জুলাই ২০১৯ হতে কমিশনের

Online Report Submission Platform (ORSP) -এর মাধ্যমে প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর ফলে সময় সাশ্রয়ের পাশাপাশি শারীরিকভাবে উপস্থিতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে;

(ঙ) এক্সচেঞ্জগুলির অনলাইন নিউজ ফিডের মাধ্যমে পুঁজিবাজারের সকল স্টেকহোল্ডারদের জন্য কোভিড ১৯ এর সতর্কতার নিমিত্তে নিম্নলিখিত সচেতনতার সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে:

"সংশ্লিষ্ট সকলকে এতদ্বারা অবগত করা যাচ্ছে যে, (১) ব্রোকার কার্যালয়ে গ্রাহকদের ভিড় নিরুৎসাহিত করুন এবং মোবাইল অ্যাপস এবং অন্যান্য ইন্টারনেটভিত্তিক ডিভাইসগুলির মাধ্যমে ব্যবসায়ের জন্য আরও উৎসাহিত করুন, (২) করমর্দন করা যাবে না, ৩) আলিঙ্গন করা যাবে না; (৪) যুক্তিসঙ্গত সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন (কমপক্ষে এক মিটার), (৪) কাশি বা হাঁচি হওয়া বা কোনও সন্দেহজনক উপসর্গ রয়েছে এমন কর্মচারী এবং গ্রাহকদের সনাক্ত করুন, (৫) চোখ, নাক, কান ও মুখ এ হাত দেয়া থেকে বিরত থাকুন, (৬) অফিসে প্রতিবার প্রবেশের সময় হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখুন (কর্মচারী, গ্রাহক এবং দর্শনার্থীদের জন্য), (৭) ব্রোকার কার্যালয়ে কর্মচারী এবং গ্রাহকদের সরবরাহ করার জন্য মাস্ক এর ব্যবস্থা রাখুন, (৮) দর্শনার্থীদের অফিসে প্রবেশ করতে নিরুৎসাহিত করুন, (৯) পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে কর্মচারীদের জন্য ভার্চুয়াল অফিসের ব্যবস্থা করুন, এবং (১০) অফিসে মুখোমুখি সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলুন এবং কর্মচারী ও গ্রাহকদের মধ্যে টেলিফোন/ভিডিও কনফারেন্সকে উৎসাহিত করুন।"

৯২. **বিগত নয় বছরে পণ্য ও বাজার উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও মত বিনিময় এর লক্ষ্যে** বিনিয়োগকারী এবং অন্যান্য অংশীদারদের জন্য বেশ কয়েকটি আলোচনা সভা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সেমিনার, কর্মশালা এবং গোলটেবিল সভার আয়োজন করা হয়েছিল;

● চলমান কার্যক্রম

৯৩. **Securities and Exchange Ordinance 1969, এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর সমন্বয়ে** যুগোপযোগী করে একটি নতুন আইন প্রণয়নের নিমিত্ত খসড়া তৈরি করে ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;

৯৪. **Securities and Exchange Rules 1987, যুগোপযোগী করে** এ বিষয়ে নতুন Rules প্রণয়নের নিমিত্ত Securities and Exchange Rules, 2019 -এর খসড়া জনমত যাচাইয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে;

৯৫. **Bangladesh Securities and Exchange Commission s (Debt Securitie) Rules, 2020** -এর খসড়া কমিশনে অনুমোদিত হয়েছে, যা জনমত যাচাইয়ের নিমিত্ত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে;

৯৬. **বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট) বিধিমালা, ২০২০** -এর খসড়া জনমত যাচাইয়ের নিমিত্ত প্রকাশ করা হয়েছে;

৯৭. **সম্ভাব্য স্বাধীন পরিচালকদের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করার জন্য** কমিশন খসড়া অনুমোদন করেছে, যা জনমত যাচাইয়ের নিমিত্ত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে;

৯৮. **Bangladesh Securities and Exchange Commission (Alternative Investment) Rules, 2015** -এর খসড়া কতিপয় সংশোধন কমিশন অনুমোদন করেছে, যা জনমত যাচাইয়ের নিমিত্ত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে;

৯৯. **Bangladesh Securities and Exchange Commission [Qualified Investor Offer (QIO) Small Capital Companies] Rules 2018** -এর খসড়া কতিপয় সংশোধন কমিশন অনুমোদন করেছে, যা জনমত যাচাইয়ের নিমিত্ত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে;

- বিএসইসি'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১০০. **সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ, কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা** এবং বিএসইসি'র সিস্টেমসমূহ সম্পূর্ণ অটোমেশন করা;

১০১. **আইসিটিসহ সিকিউরিটি বাজারের অবকাঠামোর উন্নীতকরণ;**

১০২. **বাজারে নতুন সিকিউরিটির অন্তর্ভুক্তিকরণ;**

১০৩. **ক্রমবর্ধমান প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে** উদ্যোগ গ্রহণ।

BSEC Website Content

● About BSEC ● Notable Events ● Press Release ● Securities Laws ● Investor's Information
● IPO Prospectors ● Annual Report ● Quarterly Report ● Enforcement Actions
● List of Market Intermediaries ● Employment Information ● Tender Information
● Comments Request on Rules Amendment ● Important Links

রেফারেন্স রুম

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮)-০২-৫৫০০৭১৭৩-২, ফ্যাক্স: (৮৮)-০২-৫৫০০৭১০৬

যা আছে:

● বিএসইসি'র প্রকাশনা
● তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের প্রসপেক্টাস
● তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন
● তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের প্রকাশিত অর্ধ-বার্ষিক হিসাব বিবরণী
● সিকিউরিটি আইন, রুলস্ ও রেগুলেশনস্/গেজেট নোটিফিকেশনস্
● পুঁজিবাজারের উপর স্থানীয়/বিদেশি প্রকাশনা
● বিএসইসি প্রকাশনার গ্রাহক হওয়ার সুযোগ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
Website: www.secbd.org, www.sec.gov.bd, www.এসইসিবিডি.বাংলা
E-mail: info@sec.gov.bd